ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 December, 2023 ■ আগরতলা ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৫ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিজেপির বিস্তারক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির বিস্তারক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। দলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক বি এল সন্তোষ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ সভাপতির উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিন।

আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য ৬২ জন বিস্তারক যারা প্রচার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাদের জন্য এক দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে প্রদেশ বিজেপি। আজ বিকেলে রাজধানীর কৃষ্ণনগরস্থিত দলীয় কার্যালয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিস্তারকরা একটি নির্দিষ্ট

নির্বাচনী এলাকার তত্ত্বাবধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃণমূল পর্যায়ে দলের প্রচারে এবং ওই এলাকার ভোটারদের সঙ্গে সার্বিক বিষয় নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে।

এদিনের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রতন ঘোষ বলেন, 'আমরা আজ ৬২ জন বিস্তারককে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য আমাদের সাংগঠনিক কাঠামোকে উন্নত এবং শক্তিশালী করা।' এছাড়াও এদিন বিস্তারকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং সরকার এর কাজের প্রচার সহ বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এদিনের এই বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এবং দিল্লির বিশিষ্ট বিজেপি নেতারা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় মানিক সাহা, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যরা।

মাতাবাড়ির সৌন্দর্য্যায়নে অর্থ বরাদ্দের দাবি জানালেন বিপ্লব

রাজ্যসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির পরিসরকে নবরূপে সজ্জিত করার প্রক্রিয়ায় আরও গতি তরান্বিত করতে অবশিষ্ট অর্থ মঞ্জুরির দিয়ে দ্রুত কার্যসম্পাদন ও সফল রূপায়নের লক্ষ্যে আজ রাজ্যসভায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এদিন রাজ্যসভায় ত্রিপুরার মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের বিষয় উত্থাপন করে বলেন ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তর মাতাবাড়ির সৌন্দর্যায়নের জন্য ৩৭.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু পরে এই কাজে আরো অর্থের দরকার হয়। সেই অনুযায়ী অতিরিক্ত ১৭.৬১ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক বরাদ্দ করে এই ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

শিল্পী সুভাষ দেবনাথ প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। শিল্পী সুভাষ দেবনাথ প্রয়াত হয়েছেন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি স্ত্রী, কন্যা সন্তান সহ বহু গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক জানিয়েছেন।

লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ী মন্দির এলাকার পুরনো বাসিন্দা ছিলেন সিন্থেসাইজার বাদক ও অল ইন্ডিয়া রেডিও-র সাউন্ড অপারেটর সুভাষ দেবনাথ। তিনি সাউন্ড ট্রেকের কর্ণধারও ছিলেন। গতকাল বুধবার তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁর অস্ত্রোপচারের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর প্রয়ানে লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ী মন্দির এলাকার স্থানীয় মানুষ এবং শিল্পী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে তাঁকে শিল্পী ও সাহিত্যিক মহল থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। রাতেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় লেখেছেন, রাজ্যের প্রখ্যাত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমিকম্প মোকাবিলায় রাজ্যবাসীকে সচেতন করতে বৃহস্পতিবার বিপর্যয় মহড়া অনুষ্ঠিত গোটা রাজ্যে। ছবি- নিজস্ব।

অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত লোকসভার কার্যক্রম, ১৮টি বিল পাস

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) ঃ বৃহস্পতিবার লোকসভার কার্যক্রম মুলতবি করা হয়। আজ লোকসভায় দুটি বিল পাস হয়েছে। এই অধিবেশনে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত তিনটি বিলসহ মোট ১৮টি বিল পাস হয়।

আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত লোকসভার কার্যক্রম।

লোকসভার এই অধিবেশন সম্পর্কে তথ্য দিয়ে স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ১৭ তম লোকসভার ১৪তম অধিবেশনে ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৬১.৫০ ঘন্টা কাজ হয়েছিল। অধিবেশনের উতাদনশীলতা ছিল ৭৪ শতাংশ।

মোট ১২টি বিল উত্থাপন করা হয় এবং ১৮টি বিল পাস হয়। পাশাপাশি লোকসভার এই অধিবেশনে ৫৫টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন করা হয়েছিল। ৩৭৭ ধারার অধীনে ২৬৫টি বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল এবং জিরো আওয়ারে ১৮২টি বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। স্থায়ী কমিটির ৩৫টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ৩৩টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে, শ্রীলঙ্কার সংসদীয় প্রতিনিধিদল ১৮ ডিসেম্বর দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিত ছিল।

মানুষের আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যে ঃ রতন লাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার আমল পরিবর্তন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্যুৎ ও কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সুকান্ত

একাডেমীতে মেগা ক্রেডিট ডেলিভারি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে এই মেগা ক্রেডিট ডেলিভারি ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ল ৩ দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ডিসেম্বর।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তিনটি দোকান। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা দমকলবাহিনীর। বুধবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন বুলেট ক্লাব সংলগ্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চৌমুহনীর ৩ জনের দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জনৈক দমকলবাহিনী জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে স্থানীয় মানুষ বাজারে আগুন লাগার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই ছাত্রের বাক বিতন্ডাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কৈসাহরের রামকৃষ্ণ কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ ডিসেম্বর।। আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় দুই ছাত্রের মধ্যে বাকবিতন্ডাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বড় ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ মোকাবেলার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এদিনের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে মারপিটের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা কৈলাসহর।

বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা ১টায় রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের এক ছাত্র অন্য আরেক ছাত্রর সাথে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এরপর একসময় তা হাতাহাতির রূপ নেয়। এই হাতাহাতিতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন প্রীতম আচার্য নামে এক ছাত্র।

ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে ঘটনায় কিছুক্ষন পর কৈলাসহর থানায় এসে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র মহিলা পুলিশের উপর চড়াও হয়। এতে কৈলাসহর থানার পুলিশ তিনজন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে ঐ তিনজন ছাত্র কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে।

পাশাপাশি এই মারপিটের ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন প্রীতম আচার্য নামে এক ছাত্র। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এ মর্মে তদন্ত শুরু করে অভিযোগমূলে ওই ছাত্রটিকেও গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। ওই ছাত্রটি বর্তমানে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা কৈলাসহর জুড়ে।

প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। নাম না করে নিজ দলের বিরুদ্ধেই এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিত সিনহা। রাজ্যে কংগ্রেস দলের গোষ্ঠী কোন্দল বারবারই প্রকাশ্যে উঠে আসে। কংগ্রেসের সভাপতি পদে মুখ পরিবর্তনের পর থেকেই রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে একপ্রকার প্রকাশ্য কোন্দল অব্যাহত রয়েছে। তবে কেন দলীয় কার্যালয়ে যান না

কংগ্রেস বিধায়ক ? অকপটভাবে তিনি জানান, দলীয় কার্যালয়ে যেতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি দলের বিধায়ক, কর্মী নন, যে দলীয় কার্যালয়ে বা দলীয় কর্মসূচীতে তাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। কংগ্রেস বিধায়কের এহেন বক্তব্যে এক প্রকার নিজ দলে তাঁর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে আগামীদিনে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘর থেকে গায়ের দেড় মাসের শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। সাত সকালে ঘর থেকে গায়েব দেড় মাসের পুত্র সন্তান। আজ সকালে ওই ঘটনায় ওএনজিসি কাঞ্চনপল্লী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

মা পূর্নিমা দাস জানিয়েছেন, আজ সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ঘরের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার আগে বাচ্চা ঘুমিয়ে ছিল। পর্রবতী সময়ে

ঘরে ফিরে এসে তিনি দেখতে পেয়েছেন বিছানায় বাচ্চা নেই। তাঁর দুই সন্তান। একসন্তান ঘরেই ছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৭৬ ▫ ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ইং ▫ ৫ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

একই ভুল যাহাতে দ্বিতীয়বার না হয়

শাসক দল এক ব্যক্তি এক পথ নীতি ঘোষণা করিলেও সংসদীয় গণতন্ত্রে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহাদের জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের কাজ দলীয় সিদ্ধান্তকে দ্বিচারিতায় পরিণত করিবার শামিল। বিরোধী দল কংগ্রেস পরক্ষে শাসকদলের এই ধরনের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনায় মুখর হইয়াছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির এ ধরনের মন্তব্য লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছে বিভিন্ন মহল।সংসদীয় পদে থাকিয়াও দলীয় রাজনীতির স্বার্থে কাজ করিয়া চলিয়াছেন অনেকে। অন্যতম বড় বিপদ এই প্রবণতা। নাম না করিয়াও লোকসভার অধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের এই সমালোচনা করিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কংগ্রেস সভাপতি বলিয়াছেন, সারা দেশ দেখিতেছে যে তাহারা নিজেদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন থেকে মূল্যবান শিক্ষা নিয়াছে কংগ্রেস। একই ভুল যাহাতে ফের না হয় তাহার দিকে নজর দেওয়া হইবে। একের পর এক বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কারের প্রসঙ্গ তোলেন খাড়গে। তিনি বলিয়াছেন, সংসদকে শাসক দলের মঞ্চ বানাইয়া দেওয়া হইতেছে। সারা দেশ দেখিতেছে কিভাবে গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপিয়া মারা হইতেছে।এদিন দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষতম সাংগঠনিক স্তর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে আলোচনা হইয়াছে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল নিয়া। খাড়গে বলিয়াছেন, একই ভুল যাহাতে দু'বার না হয় তাহার জন্য সতর্ক থাকিবে দল। রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং মধ্য প্রদেশে হার হতাশাজনক। কংগ্রেস প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়াছে। হারের কারণ খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে।খাড়গের ব্যাখ্যা, "হার হইলেও তিন রাজ্যের ফলাফলে ইতিবাচক দিক রহিয়াছে। কংগ্রেসের ভোটের হার কমেনি। মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে এই নির্বাচনে। ভুল ফের যাহাতে না হয় তাহার দিকে নজর রাখিবে দল। আমরা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিব। তাহার জন্য প্রস্তুতি শুরু করা হইবে।খাড়গে জানাইয়াছেন যে ওয়ার্কিং কমিটির একাধিক সদস্য দলের নেতা ও সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ফের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদিও হয়নি। খাড়গে 'ইন্ডিয়া' বৈঠক নিয়াও বলিয়াছেন। রাজ্যস্তরে পরিস্থিতি অনুযায়ী আসন সমঝোতা প্রক্রিয়া এখন থেকেই চালু হইবে, জানাইয়াছেন তিনি। তাহার জন্য কংগ্রেস পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গড়িয়াছে। এই কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চালাইবে।তিনি বলিয়াছেন, "লোকসভা নির্বাচন বেশি দূরে নাই। হাতে সময় কম। কাজে পরিণত করা যায় এমন ভাবনা দ্রুত সারিয়া ফেলিবার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাইবে। কংগ্রেস দল সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করিয়াছে। ইহা ছাড়া যে কংগ্রেসের সামনে বিকল্প পথ খোলা নাই তাহা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিরোধী পক্ষের অন্যান্য দলগুলিও বিলম্বে হলেও ইহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহাদের এই বিলম্বিত বোধোদয় সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে লোকসভা নির্বাচনে খানিকটা হইলেও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকিবে বিরোধী শিবির। যদিও শেষ কথা বলিবেন দেশের গণদেবতারা।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস কলকাতায়, পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিশেষ হেরফের হবে না

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): খুব বেশি দিন আর পাওয়া যাবে না শীতের আমেজ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৫ ডিসেম্বরের আগে আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা একটু বাড়তে পারে। এমনকি, স্বাভাবিকের উপরেও উঠতে পারে তাপমাত্রা। উত্তুরে হাওয়ার দাপট কিছুটা হ্রাস পাওয়া এবং বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে পুবালি হাওয়ার প্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা উর্ধমুখী থাকবে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতা-সহ লাগোয়া জেলাগুলিতে তাপমাত্রার পারদ চড়লেও, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। পারদ চড়ার আগে বৃহস্পতিবার সকালেও শীতের আমেজ বেশ ভালোই মালুম হয়েছে। কনকনে শীত অনুভূত হয়েছে গ্রাম বাংলায়।

লা লিগা : পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা আলমেরিয়ার বিপক্ষেও বার্সার কষ্টার্জিত জয়!

বার্সিলোনা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): গত দুই ম্যাচে জয়হীন থাকার পর পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা আলমেরিয়ার বিপক্ষেও বার্সেলোনার কষ্টার্জিত জয়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে দু''দুবার এগিয়ে গিয়েও ধরে রাখতে পারেনি বার্সা। কোনরকমে সের্গি রোবের্তোর গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে লা লিগার ম্যাচে আলমেরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। সফরকারীদের হয়ে দুটো গোল করেন সের্গি রোবের্তো। আরেকটি গোল করেছেন রাফিনিয়া। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানে পৌঁছালো বার্সেলোনা। তবে শিরোপার দৌড়ে এখনও বেশ পিছিয়ে বার্সা। ১ ম্যাচ কম খেলে তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর টেবিলের শীর্ষে রয়েছে জিরোনা, তাদের সঙ্গে বার্সার পয়েন্টের ব্যবধান ৬।

কুয়াশার দাপট কিছুটা কমল দিল্লিতে, শীতে জবুথবু অবস্থা উত্তর ভারতজুড়ে

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লি ও পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশার আস্তরণ বৃহস্পতিবারও কাটল না। এদিন ঘন কুয়াশার ঢাকা থাকল উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। তবে, জাতীয় রাজধানীতে এদিন কুয়াশার দাপট কিছুটা কমই ছিল। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও জাতীয় রাজধানী-সহ উত্তর ভারতের নানা অংশে বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহ। পূর্বাভাস মতোই, বৃহস্পতিবারও ঠান্ডায় কেঁপেছে সমগ্র উত্তর ভারত। এদিন সকালে শীতের দাপটে কেঁপেছে রাজধানী দিল্লি-সহ লাগোয়া রাজ্যগুলি।২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর ভারতের বেশিরভাব রাজ্যে ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও, পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারান, কাপুরথালা, জলন্ধর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, ফরিদকোট, মুক্তসার, মোগা এবং ভাটিন্ডা জেলায় ঘন কুয়াশার "কমলা সতর্কতা" জারি রয়েছে। রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

'বিজয়িনী তব ভয় নাই'

এক আত্মনিবেদিত বিপ্লবীর উপাখ্যান

শান্তনু রায়

কবিগুরুর এ আশীর্বাণীকে পাথেয় করে আজ থেকে প্রায় বিরানব্বই বছর আগে 'মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শংকাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করবার' উদ্দেশ্যে নারী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ঢাকায় আত্মপ্রকাশ তাঁরই নামকরনকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক রুচিশীল পত্রিকা 'জয়শ্রী' লীলা নাগের উদ্যোগে এবং সম্পাদনায়। সেটা ১৯৩১ -এর এপ্রিল (বাংলা ১৩৩৮-এর বৈশাখ) জয়শ্রীর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। সম্ভবত জয়শ্রীই তৎকালীন বঙ্গদেশে প্রথম মহিলা মাসিক পত্রিকা যার নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য জয়শ্রী প্রথমে মেয়েদের পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন পরবর্তীকালে পুরুষ লেখকদের জন্যও এর দরজা উন্মুক্ত হয়। একটা সময় বাংলার প্রথিতযশা প্রায় সকল কবিসাহিত্যিক বিদগ্ধজনদের সৃজন প্রকাশিত হয়েছে ব্যতিক্রমী রুচিশীল এই পত্রিকাটিতে। বিশিষ্ট আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতীক প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকার সতর্ক নজর থাকত পত্রিকার মান বজায়রাকা ছাড়াও এর বিশেষ আদর্শ ও সামাজিক লক্ষ্যের দিক সম্বন্ধে। কেবলমাত্র এর গনুগতিকতামুক্ত নিভীক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন নয় পত্রিকাটির সামগ্রিক রূপে সম্পাদিকার নিজস্ব আদর্শ ও ভাবধারার সাথে তাঁর সুগভীর মনন মনীয়া, সূক্ষ্ম বিচারবোধ ও পরিশীলিত রুচির সম্যক উজ্জ্বল প্রকাশ একে বিশিষ্টতা দান করেছিল। সাহিত্যিক বুদ্ধদের বসুর কথায় "তাঁর সম্পাদিত 'জয়শ্রী' পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যপ্রীতির স্বাক্ষর আছে।'

কে এই লীলা নাগ? শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয় ঘনিষ্ঠ গণ্ডীর বাইরে আরও অনেকের কাছেই আজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত এই নামটি। বাবার উদ্দেশ্যে এই সপ্তদশী কিশোরী এক পত্রে লিখেছিলেন, আমার উদ্দেশ্য নয় এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া। খাঁটি হয়েও যদি প্রিয় হতে পারি তবে তো কথাই নেই। বাবা শ্রী গিরিশ চন্দ্র নাগ, শ্রীহট্টের আদি বাসিন্দা তখন আসামের মঙ্গলই- এর এসডিও। আর ঐ সপ্তদশী বলেন লীলা নাগ যিনি পরবর্তীকালে বিপ্লবী নেশনেত্রী শ্রীযুক্তা লীলা রায় নামে অবিভক্ত বাংলা তথা বাংলার বাইরে ভারতীয় রাজনীতিতে সমধিক পরিচিত হন। সুপাত্রে অর্পনের পিতার প্রয়াসে ঐ বয়সেই তিনি ঐ পত্রে তীব্র আপত্তি জানিয়ে এবং নিজের জীবনের লক্ষ্যের ইঙ্গিতও দিয়ে তাঁকে বিরত করেছিলেন।

২ অক্টোবর ইংরজি দশম মাসের এই দ্বিতীয় দিবসটি ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এদেশের দুই মহান সন্তানের জন্মদিন বিধায়। কিন্তু অনেকেরই হয়ত অজানা যে একশ তেইশ বছর আগে এই দিনেই আসামের গোয়ালপাড়ায় শ্রীহট্টের এক শিক্ষিত উদার সংস্কৃতিমনা পরিবারে জন্ম, সরকারি প্রচারের গণ্ডির বাইরে ও অধুনা বিস্মৃতির অতলে চলে যাওয়া এই মহান বিপ্লবী দেশনেত্রীরও।

অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা, মেধাবী, সুদর্শনা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্না তিনি ইচ্ছে করলেই আর পাঁচজন বাঙালি মহিলার মত সুখে স্বচ্ছন্দে নিরাপদ আরামে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সব হেলায় সরিয়ে জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দুর্গমের পথযাত্রী হয়েছেন। দেশের জন্য আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। যিনি নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্বিধাহীভাবে উচ্চারণ করতে পারেন-"আমি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, পেছুটান আমি রাখি না"। বাবা আসাম সিভিল সার্ভিসের সদস্য। মা শ্রীমতী কুঞ্জলতা গান এক শিক্ষিতা গৃহবধূ তাঁদের আদরের 'বুড়ী' ওরফে লীলাবতী নাগ পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হন বিপ্লবী দেশনেত্রী শ্রীযুক্ত লীলা রায়। তাঁর মধ্যে দেশাত্মবোধ এবং বিপ্লবী চেতনায় স্ফুরন ঘটেছিল পারিবারিক পরিবেশ এবং সম্ভবত তার শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ থেকেই। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে তাঁদের বাড়িতে অরন্ধন পালিত হয়। অবসর গ্রহণের পর ঢাকার বক্সীবাজারের স্থায়ীবাসিন্দা শ্রী গান কেন্দ্রীয় আইনসভায় আসামের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হলেও লবণকর প্রবর্তনের প্রতিবাদে এক বছরের মধ্যেই পদত্যাগ করেন।

দেওঘরে শিক্ষারম্ভ হলেও কোলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে কিছুদিন শিক্ষালাভের পর ১৯১৭-এর ঢাকার ইডেন স্কুল থেকে বৃত্তি সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লীলা নাগ এলেন কলকাতার বেথুন কলেজে।

সহপাঠী বন্ধু এবং শিক্ষক সকলের প্রিয় বিদুষী তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিনী ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্র সংগীত, ছবি আঁকা বা খেলাধুলা সব কিছুতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেতারের পাঠও তিনি নিয়েছিলেন। নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা ও সাহস ছিল। কলেজ জীবনেই বড়লাটের পত্নীকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন লীলা নাগ।

বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্বর্ণপদক পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে পাস করার পর তখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন না থাকলেও অনমনীয় দৃঢ়চেতনায় বিশেষ অনুমতি আদায় করে এম এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ১৯২৩-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা সিহাবে এম এ পাস।

ইতিমধ্যেই কুমুদিনী বসুর নেতৃত্বে 'সারা বাংলা নারী ভোটাধিকার সমিতির' সহ সম্পাদিকা হন। ১৯২২-এ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির অধীন ঢাকা মহিলা ত্রাণ কমিটির সহ সম্পাদিকা হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা নাগের এক ক্লাস উপরের ছাত্র সাহিত্যিক জাকী মোতাহের হোসেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে লীলা নাগের সম্বন্ধে লিখেছেন---"এঁর মত সমাজসেবিকা ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী আর দেখি নাই। এঁর থিয়োরি হল, নারীদেরও উপার্জনশীল হতে হবে, নইলে কখন তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবেনা"। আর ঢাকা সে সময়ের ইংরেজির অধ্যাপক প্রফুল্লকুমা গুহ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা জীবনের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ সম্পর্কে লিখেছেন-শ্রীমতী লীলার আচার ব্যবহারে এমন একটি শালীনতা ছিল যে, প্রথম হতেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকার্ষণ করেন। প্রসঙ্গত গত ৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের পরীক্ষার হলের নামকরন হয় 'লীলা রায় পরীক্ষা হল'। মাননীয় উপাচার্য ডঃ মো আখতারুজ্জামান প্রধন অতিথি হিসেবে ওই নামফলকের উন্মোচন করেন। সেই উপলক্ষে এক ভাষণে তিনি বলেন-নারীদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে তিনি (লীলা নাগ) আজীবন ও কর্মের থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যমী ও সাহসী নারী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য তিনি বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এম এ পাস করার পরপরই লীলা নাগ তাঁর বারো জন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে ঢাকায় 'দীপালি সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সেই ১৯২৩-এ। ক্রমে ক্রমে দীপালী সংঘের শাখা গড়ে উঠল ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় এবং তাদের পরিচালনায় বারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ঢাকায় প্রথম বেসরকারি ইংরাজি বিদ্যালয় 'দীপালি স্কুল' স্থাপন করেন লীলা নাগ এবং তিনি নিজে এর অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্বভার নেন। পরবর্তীকালে কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল নামে তা আজও বিদ্যমান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নারীশিক্ষা মন্দির' আজ শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়। ঢাকার আর্মানিটোলা বালিকা বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। দীপালি সংঘ যেমন সকল স্তরের নারীদের মধ্যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির সাথে স্বাবলম্বনের আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করল এর নিরলস কর্ণধার রূপে লীলা নাগও সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধির অনুগামী না হয়েও তাঁর সাথে এক শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন। উভয়ের মধ্যে চিঠি পত্রেও যোগাযোগ ছিল। আবার কবিগুরুর স্নেহধন্যা তিনি জীবনের যাত্রাপথে বারংবার মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেছেন সেই মহাদ্রষ্টার আশীর্বাণী থেকে। ১৯২৫ সালে দীপালি সংঘের পক্ষ থেকে ঢাকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এক বিপুল সম্বধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব এবং অংশ্রগ্রণকারীদের সংখ্যার বিশালত্ব দেখে কবি বলেছিলেন তাঁর ভাষণে "সমস্ত এসিযাতে মেয়েদের এত বড় সভা দেখিনি কোথাও"। ডাক এসেছিল কবির কাছ থেকে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের কাজের ভার নিতে। কিন্তু জীবন দেবতা যে তাঁর জন্য ইতিমধ্যেই ভিন্ন পথ নির্দিষ্ট করে ফেলেছেন তবু গেলেন দেখা করতে শান্তিনিকেতন। তারপর? তাঁর নিজের লেখনীতে 'তাঁর সাতে দেখা হতে প্রণাম করে চুপ করে রইলাম। তাঁর অনুরোধ রক্ষার অক্ষমতা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। কবি বুঝলেন। সস্নেহ প্রসন্নতায় পিঠে হাতখানি রেখে আমার অনুক্ত ব্যক্তব্যকে সহজ করে দিয়ে বললেন "ঢাকার কাজ ছেনে বুঝি আসতে ইচ্ছে করছে না" অন্তর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল ওঁর প্রতি সেদিন।'

প্রসঙ্গত একশ বছর আগে প্রতির্ষ্ঠিত সেই দীপালি সংঘের শতবর্ষবার্ষিকী উদযাপন ওদেশে গুরুত্বদিয়ে পালিত হয়েছে এদেশের তাঁর স্মরণীয় অবদান চর্চায় কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য এবং কোনও কোন মহলের সচেতন বিস্মরণ ঘটলেনও।

যাহোক পথ চলতে চলতে সবার অলক্ষ্যে সেই দীপালি সংঘের মাধ্যমে বিপ্লবের দুর্গম দুঃসাহসিক পথের ডাক পেয়ে সেদিকেই পা বাড়ালেন লীলা নাগ। তাঁর গড়া মহিলা 'আত্মরক্ষাকেন্দ্র' এ অস্ত্রচালনা ও লাটি খেলা শেখানো হত। বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়েদ্দারের বিপ্লব হাতে খড়ি এই দীপালি সংঘেই। সহপাঠী বিপ্লবী অনিল রায়ের সংগঠন 'শ্রীসংঘ' সেইসময় ঢাকায় সক্রিয় বিশেষত শহরের তরুণদের মধ্যে। মাত্র তেরো বছর বয়সেই বৈপ্লবিক কাজে হাতেখড়ি হওয়া অনিল রায় একদিকে গোপন বিপ্লবীদের সংগঠন নেতা আবার সহগীতের তন্ময় সাধকও। পদ্য, গীত রচনায় সহজাত শিল্পী সাহিত্য সংস্কৃতির উপাসক। দীপালি সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হত শ্রীসংঘের সাংগঠনিক সাহায্য ও সহযোগিতা। যাত্রাপথের এইভাবে নৈকট্যের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের গতিপথ দেশের স্বাধীনতা লাভের পথ রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নও ওঠে আসত উভয়ের আলোচনা। জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে গান্ধীজির অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিলনা। তাঁর পথের নির্দেশ তিনি পেলেন সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে। বিপ্লববাদকে পন্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় লীলা নাগ যোগ দিলেন বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের। সেটা ১৯২৬ সাল।

১৯২৮ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রে পাশে দাঁড়াতে, বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে অনিল রায় শ্রীসংঘের নেতারূপে এবং লীলা নাগও নারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রীরূপে যোগ দেন। সেখানে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপনার দায়িত্ব এসে পড়ে লীলা নাগের উপর। এভাবেই জাতীয় আন্দোলনের আঙ্গিনায় তাঁর প্রবেস। কলকাতা সম্মেলনের পর ঞাকায় ফিরে চলল একই সঙ্গে নারী আন্দোলন এবং অন্তরালে বিপ্লবপথের প্রস্তুতি। রুমে বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হল। সেতারের তার ঝংকৃত করা হস্তাঙ্গুলি বোমা বারুদের স্পর্শেও অচঞ্চল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১৯৩০ সালে অনিল রায় গ্রেপ্তার হলে শ্রীসংঘের দায়িত্বও এসে পড়ে লীলা নামের উপর। ইতিমধ্যে কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে তাঁরই পরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে এক ছাত্রী আবাসিক স্থাপিত হয়। বিপ্লবী রেনু সেন হলেন এর ভারপ্রাপ্ত। আসলে ছাত্রী আবাসিকের আড়ালে বিপ্লবীদের গোপন একটি ঘাঁটি অস্ত্র আদানপ্রদানের সুবিধার্থে। ১৯৩১-এর ২০ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হলেন লীলা নাগ ও রেনু সেন, দীপালি প্রদর্শনীর কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে, ১০ ডিসেম্বর বিপ্লবীদের ঢাকার বড় ডাকঘর লুঠ কারর চেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে। ১৯৩১-এর ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭-এর ৮ অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘদিন তিনি বন্দী ছিলেন ঢাকা। রাজসাহী, সিউড়ি মেদিনীপুর এবং হিজলী জেলে। ইতিহাস বলে, ভারতবর্ষে বিনা বিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দী হলেন লীলা নাগ। দীর্ঘ কারাবাসের পর লীলা নাগ মুক্তি পেলেন ১৯৩৭-এর আর অনিল রায় ১৯৩৮-এ।

জেল থেকে বেরিয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মযজ্ঞে। জয়শ্রীও প্রকাশিত হতে লাগল। প্রসঙ্গত পত্রিকাটি আজও প্রকাশিত হয়, কিঞ্চিৎ অনিয়মিত হলেন, তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র বিজয় নাগের সম্পাদনায়। ১৯৩৮ সাল। সুভাষচন্দ্র কর্তৃক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হলে সেই কমিটিতে বাংলা থেকে মহিলা সাবকমিটির সভ্য মনোনীত হন লীলা নাগ। ১৯৩৯-এর ১৩ মে দেশব্রতে উৎসর্গিকৃত এই দুই মহৎ প্রাণ বন্ধনে আবিষ্ট হলেন। লীলা নাগ হলেন লীলা রায়। ১৯৩৯-এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলে অনিল রায় এবং লীলা রায় সেইদলে যোগদান করেন।

আপন আদর্শনিষ্ঠা, নিরলস পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতায় লীলা রায় সুভাষচন্দ্রের আস্থা নির্ভরতা অর্জন করায় অচিরেই তাঁর উপর দলের অনেক গুরুদায়িত্ব এসে বর্তাল। সেজন্যই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হওয়ায় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে অনিল রায় ও লীলা রায়ের উপর এবং দলের ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ফরোযার্ড ব্লক' সম্পাদনার ভার পড়ে লীলা রাযের উপর। ১৯৪১ সালে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রে অন্তর্ধান এবং বার্লিন থেকে তাঁর বেতার ভাষণে প্রকাশ পেল বৈদেশিক সাহায্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল।

এ রকম এক ভয়াবহ পরিস্তিতিতে অনুগামীদের মনে সাহস যোগাতে এগিয়ে এলেন দেশনেত্রী। বলিষ্ঠ উচ্চারণে প্রতিবাদ করেছিলেন বিপ্লবী নায়িকা লীলা রায়। জবাব দিয়েছিলেন বিনিদ্র রজনীতে রচিত শানিত লেখনীতে We shall not stand it ১৯৪২-এর ১৯ মার্চ থেকে পর পর তিনদিনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডর্ড পত্রিকায় প্রকাসিত হয় এই প্রবন্ধটি।

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ফরয়ার্ড ব্লককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এই ফরয়ার্ড ব্লককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার হয়। 'জয়শ্রী' পত্রিকার অফিসে পুলিশ তালা লাগিয়ে বন্ধ করে এবং অফিসের সমস্ত জিনিসপত্র ক্রোক করে নিয়ে যায়। এরপর ১৯৪২ সালের এপ্রিলে অনিল রায় ও লীলা রায় গ্রেপ্তার হন। শোনাযায় আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তে তখন নেতাজী চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এই নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত অনুগামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁরা দু'জনেই তখন জেলে বন্দি।

সিমলা কনফারেন্স এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আটক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা ছাড়া পেলেও লীলা রায় এবং অনিল রায়কে মুক্তি দিতে রাজী হন না সরকার। লীলা রায়কে দিনাজপুর এবং অনিল রায়কে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে পালানোর ডঃ অতীন বসুর গোপন পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। এরপর লীলারায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে বাধ্য হয় সরকার।

১৯৪৬-এ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তাঁরা আবার ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লীলা রায় আবার জয়শ্রী এবং ফরোযার্ড ব্লক পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন।

সে বছর ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিন নোয়াখালীর ঘটনার শুরু হলেও সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয় প্রায় এক সপ্তাহ পরে। খবর পেয়েই ১৪ অক্টোবর লীলা রায় তাঁর 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিস্ট্যুট'এর কয়েকজন কর্মীদের নিয়ে ছুটলেন নোয়াখালীতে। কিন্তু অবস্থা এমনই ছিল যে ৯ নভেম্বর প্রথম শিবির খুলতে পারা যায় সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত রামগঞ্জে। গান্ধীজি নোয়াখালী পৌঁছনোর পূর্বেই লীলা রায় উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে সাহস করে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামগুলিতে ঘরে ঘুরে চারশোর বেশি মহিলাকে উদ্ধার করেন। তাঁর কাজের প্রশংসা করে গান্ধীজি তাঁকে ৩১.১২.১৯৪৬ তারিখে এক পত্রে লিখেছেন Your note,of course,as was expected pf yoy have in hand. When you retun and we meet, we shall compare notes. I have read your appeal in the papers.Bapu. কিন্তু তাঁর নোয়াখালীতে ঐতিহাসিক পদযাত্রায় মহাত্মা গান্ধী লীলা রায় এবং অনিল রায়কে সঙ্গে নিতে যে অনিচ্ছুক তা প্রকাশ পায় অনিল রায়কে ২১.১২.৪৬ তারিখে মহাত্মার নির্দেশে নির্মল কুমার বসুর লিখিত জবাবী পত্রে।

ঐ বছরই ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য হিসেবে শ্রীযুক্তা লীলা রায় ঢাকা থেকে নির্বাচিত হন। অবিভক্ত বাংলা থেকে তিনিই একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন। কিন্তু দেশভাগের প্রতিবাদে কয়েক মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করেন। ১৯৪৭এ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের বোম্বাই অধিবেশনে মহিলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রী পদ অলংকৃত করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রে ভাবাদর্শে অনুপ্রানিত লীলা রায় অনিল রায় দেশবিভাগের বিরোধিতা করছিলেন তীব্রভাবে। সেই সময় অনিল রায় জয়শ্রী পত্রিকায় লিখেছিলেন " দুই জাতি তত্ত্বকে, দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্যকে যারা বিশ্বাস করতে চান, আঁকড়ে থাকতে চান, তারা থাকুন। এই মতবাদ লীগ প্রচার করেছেন কংগ্রেস ও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছিন। কিন্তু নেতারা যাই বলুন বা করুন, ইতিহাসের গতিকে তারা ঠেকাতে পারবেন না। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেবার লোক থাকবে না। তা বলেছিলেন। থাকবে চিরকালই। স্বার্থান্বেষীও থাকবে ধর্মান্ধতাকে অপব্যবহার করে দরিদ্রের শোষণ করবার জন্য, বিত্তশালীর ভোগবিলাসের ইমারতকে পোক্ত করবার জন্য। কিন্তু তাতে ইতিহাসের গতি পাল্টাবেনা। মানুষকে মানবিক মর্যাদাদান করে যারা গণতন্ত্রে পথ রচনা করতে চান তাঁরা এগিয়ে যাবেন। তাঁদের কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন ধর্মকে নিয়ে নয়, শোষককে নিয়ে, বিত্তবান ও বিত্তহীনকে নিয়ে। নতুন মানবতার দুন্দুভি একদিন বেজে উঠবেই। সেদিন হিন্দুমুসলমান আর সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্টের এই সাম্পরিতিক কোলাহল মিলিয়ে যাবে। সেদিন জনতা এগিয়ে আসবে। তাদের জাতি থাকবে না, ধর্মবিদ্বেষ থাকবে না। শুধু থাকবে এই চিরন্তন কথাটা যে তাঁরা মানুষ। আজকের সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালঘু সবাইকে এই কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

তবু দেশবিভাগ হল। দেশবিভাগের পর তারা ঢাকায় থেকে যাওয়ার মনস্থ করেন। লীলা রায় গঠন করলেন National Women Solidarity council. কবি সুফিয়া কামাল কোলকাতা থেকে ঢাতায় এলে তাঁকে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন লীলা রায়।

কিন্তু ক্রমে তিনি পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশুল হয়ে পড়লেন এবং সন্দেহভাজনের তালিকায় চলে গেলেন। আঘাত এল জয়শ্রীর উপরও। বাধ্য হয়ে কলকাতায় চলে আসেন প্রিয় শহর প্রিয় দেশ ছেড়ে। উভয়ের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল কলকাতা। লীলা রায় উদ্বাস্তু এবং দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের কর্মকাণ্ডে নিজেকে সঁপে দিলেন। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিলের বিরোধিতা করলে আবার কারাবন্দী হন। কিন্তু তাঁদের তের বছরের বিবাহিত জীবনের যার মধ্যে প্রায় পাঁচ বছর কারাবাস, আকমিস্মক পরিসমাপ্তি হল ১৯৫২ সালে কর্কট রোগে মাত্র একান্ন বছর বয়সে অনিল রায়ের মৃত্যু হওয়ায়। তাঁরা গাওয়া রবীন্দ্রগানের হৃদয়নিংড়ানো আকুলতার সুগভীর আবেগ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিধৃত আছে বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে। প্রায় ঊনত্রিশ বছরের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা জীবন সাথীর এই অকালপ্রয়ানে স্বাভাবিক সাময়িক শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্ততা অতিক্রম করে এই চিরবিপ্লবী কিন্তু আবার সত্ত্বর ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা, মেধাবী, সুদর্শনা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্না তিনি ইচ্ছে করলেই আর পাঁচজন বাঙালি মহিলার মত সুখে স্বাচ্ছন্দে নিরাপদ আরামে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সব হেলায় সরিয়ে জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দুর্গমের পথযাত্রী হয়েছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

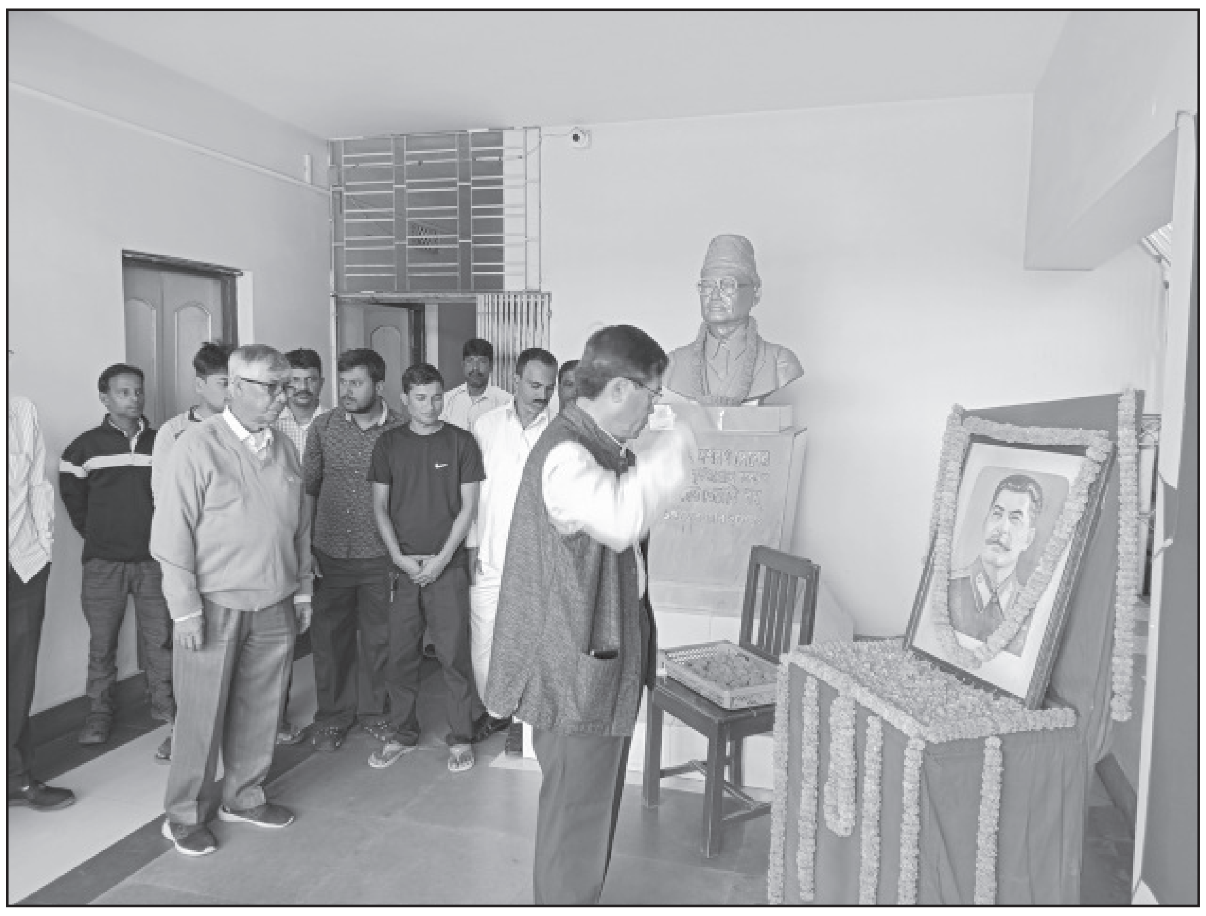

বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে স্টেলিনের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারত-বাংলাদেশ দুই দিনব্যাপী নৌসচিব পর্যায়ের সভা সমাপ্ত

ঢাকা,২১ ডিসেম্বর (হি.স): ভারতের বাংলাদেশের মধ্যে দুই দিনব্যাপী নৌসচিব পর্যায়ের সভা, প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেডের (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভাযৌথ কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে গতকাল বুধবার ২০ ডিসেম্বর রাতে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল এবং ভারতের পোর্টস, শিপিং এন্ড ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রণালয়ের সচিব টি কে রমাচন্দ্রন নিজ নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশের পক্ষে ওই সভাগুলোয় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দফতর সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এবং ভারতের ২৩ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল।

মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেডডের (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা শুরু হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) শেখ মো. শরীফ উদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় নিজ নিজ পক্ষে নেতৃত্ব দেন। বিকালে ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভায় দুই দেশের সচিব নেতৃত্ব দেন। গতকাল বুধবার নৌসচিব পর্যায়ের সভায় দুই দেশের সচিব নেতৃত্ব দেন।

নির্বাচনের পর বাংলাদেশ-চিন সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে: চিনা রাষ্ট্রদূত

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স) : নির্বাচনের পর বাংলাদেশ-চিন সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলেও মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ইমেজ অব চায়না ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ঢাকা-বেইজিং রুটে সরাসরি ফ্লাইট আগামী বছর চালু হবে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত। পাশাপাশি তিনি বলেন, বাংলাদেশ-চিন শক্তিশালী সম্পর্ক বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক উন্নয়ন শান্তিতে ভূমিকা রাখবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত বলেন, দুই প্রতিবেশী দেশের দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও চিনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধন দীর্ঘ ও চিরকাল অটুট থাকবে। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার একাধিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে নজরকাড়া।

রাষ্ট্রদূত বলেন, চিন বাংলাদেশে বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফলে পরিবেশের সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্প সংলগ্ন মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। চিন বাংলাদেশে আরো নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পৃক্ততা আরও বাড়াতে চায়। এ ছাড়া দুই জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে। চিন ও বাংলাদেশ অবিচল পারস্পরিক আস্থা নিয়ে সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু।

তিনি বলেন, চিন ও বাংলাদেশ যৌথ উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ অংশীদার। এ বছর চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের হাত ধরে বিআরআইয়ের যাত্রার দশম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হিসেবে বাংলাদেশই প্রথম বিআরআইতে যোগ দেয় করে। গত সাত বছরে বিআরআই বঙ্গোপসাগরে শিকড় গেড়েছে এবং প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ইয়াও ওয়েন বলেন, বাংলাদেশের এগিয়ে চলা অনন্য, যা এশিয়ার অন্য দেশের জন্য অনুপ্রেরণার উদাহরণ। চিন বাংলাদেশের এ অগ্রগতিতে বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে পাশে থাকতে চায়। মানবসম্পদ উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস ও ভিসা জটিলতা দূরীকরণসহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিন সরকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এ ছাড়া বেশকিছু অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। এ সব অর্থনৈতিক অঞ্চলে দ্রুত জ্বালানি ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলে চিনা উদ্যোক্তারা সেখানে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

সেমিনারে কী-নোট উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর অল্টারনেটিভসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের ডিরেক্টর ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. এসকে তৌফিক এম হক এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহাব ইনাম খান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন।

শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ সুকান্ত-সৌমিত্রর

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : এক মাসের মধ্যে ফের রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার রাতে কলকাতায় পা রাখবেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন শাহ।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর দিনভর রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-ও। সেখানেই শাহর বঙ্গসফরে সিলমোহর পড়ে বলে খবর।

এই বৈঠকের নেপথ্যে আরও একটি কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার ময়দানে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। যাতে রাজ্যের বিজেপির নেতা কর্মীরা কিছুটা হতাশ হয়েছেন বলে অনেকের ধারণা। এই অবস্থায় এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সুকান্ত। এর আগে, গত ২৯ নভেম্বর রাজ্যে এসেছিলেন শাহ।

রামমন্দির প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না পেয়ে দুঃখিত দিগ্বিজয় সিং

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সদস্য দিগ্বিজয় সিং বলেছেন যে তাকে রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমন্ত্রণ পেলে তিনি অবশ্যই যাবেন।বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে সিং বলেন, আমন্ত্রণ পেলে তিনি যাবেন। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী আমন্ত্রণ পেয়েছেন। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি যাওয়ার পক্ষে। তিনি না গেলে অবশ্যই কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল সেখানে যাবে। রাম মন্দির ট্রাস্ট কোনও দলের অন্তর্গত নয়।

স্কুল বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল স্কুটারে আরোহী দুই ছাত্রের

শাহজাহানপুর, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের খুতার থানা এলাকায় একটি স্কুল বাস একটি স্কুটারকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় স্কুটারে আরোহী দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

আধিকারিক পুওয়ান পঙ্কজ পান্ত জানিয়েছেন, খুটার থানার হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা গুরমেল সিংয়ের ছেলে জিৎ পাল (১৪) এবং হরমিত সিং (০৯) সকালে স্কুটিতে করে স্কুলে যাচ্ছিলেন। খুতার বান্দা রোডের রুরা গ্রামের কাছে একটি বেসরকারি স্কুলের বাস স্কুটারটিকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় দুই ছাত্রই মারা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি: কলকাতা হাইকোর্টে বেঞ্চে জমা পড়ল সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : জাতীয় দতন্তকারী সংস্থা (সিবিআই) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি মামলার অনিয়মের তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে সিল করা খামে এই রিপোর্ট জমা দেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। একই বেঞ্চে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৪ জানুয়ারি।

এই কেলেঙ্কারির মূল্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি হয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন।

২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ফিরে দেখা ২০২৩ : সুপ্রিম কোর্টের সেরা ১০

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : শেষের পথে ২০২৩। চলতি বছরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যার প্রভাব শুধু সুদূরপ্রসারীই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে। তাই ২০২৩ সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়া ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রায় একনজরে দেখে নেওয়া যাক —

১) ৩৭০ ধারা ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সরাতে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখে। চলতি ডিসেম্বরেই সেই রায় দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ৩৭০ ধারা একটি অস্থায়ী বিধান ছিল। এই ধারা বিলোপের সময় কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দু'ভাগ করে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হয় । লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে শীর্ষ আদালত। তবে কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে অবিলম্বে জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে হবে। আর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেখানে বিধানসভা ভোট করানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

২) সমলিঙ্গ বিবাহ : সমলিঙ্গ বিবাহের আইনি স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে চলতি বছরের অক্টোবরে রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেয়। সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বলেছে যে বিয়ে করার কোনও মৌলিক অধিকার নেই। দীর্ঘ শুনানির পর রায় দেওয়া হয়।

আবেদনকারী দিকটি দেখার জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেয় আদালত। তাছাড়া এলজিবিটিকিউআইএপ্লাস-দের অধিকার রক্ষায় বৈষম্য দূর করা এবং সমলিঙ্গদের লিভ-ইন এর পক্ষে মত প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে এই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জমা পড়ে।

৩) ২৬ সপ্তাহের গর্ভাবস্থা: অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এক বিবাহিত মহিলা ২৬ সপ্তাহে গর্ভপাতের আবেদন জানান। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। রায়ে আদালত জানায়, গর্ভাবস্থার মেয়াদ ২৪ সপ্তাহ অতিক্রম করেছে, তাই গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাছাড়া মায়ের জন্য কোনও ঝুঁকি নেই। আর ভ্রূণও অস্বাভাবিক নয় ।

৪) রাহুল গান্ধির সাংসদপদ: মোদী পদবি নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করায় গুজরাতের সুরাতের আদলত রাহুল গান্ধিকে দু'বছরের কারাদণ্ড দেয়। ফলে তাঁর সাংসদপদ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু অগস্টে আদালতের রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সাংসদপদ ফিরে পান রাহুল গান্ধি। তবে এমন মন্তব্য যে রাহুলের করা উচিত হয়নি, সেটা অবশ্য স্পষ্ট করে দেয় শীর্ষ আদালত। জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় যে রাহুলের সতর্ক থাকা উচিত বলেও জানায় সুপ্রিম কোর্ট।

৫) মহারাষ্ট্রের রাজনীতি: সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের তরফে ওই রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে তাঁর দলের (শিবসেনা) সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আস্থা ভোটের মুখে ঠেলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে 'অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করে। আদালত একটি রাজনৈতিক দল এবং পরিষদীয় দলের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে। আদালত জানায়, শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল আইনসভায় হুইপ জারি করতে পারে এবং দলের নেতা নিয়োগ করতে পারে।

৬) বিবাহবিচ্ছেদ: ভাঙনের মুখে থাকা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেয়। আদালত জানায়, সংবিধানের ১৪২অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার তাদের আছে। সর্বোচ্চ আদালত জানায় যে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য ছ'মাসের বাধ্যতামূলক অপেক্ষার সময় শর্ত সাপেক্ষে বাতিল করা যেতে পারে।

৭) দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বনাম আপ সরকার: পুলিশ, পাবলিক অর্ডার এবং ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে অন্য পরিষেবাগুলি পরিচালনার বিষয়ে আইনি ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে দিল্লি সরকারের। দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেয়। পরে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি (সংশোধনী) বিল, ২০২৩ পাশ করিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় 'বাতিল' করে দেয় । সেখানে দিল্লি সরকারের ভূমিকা বাতিল করে দেওয়া হয় ।

৮) নোটবন্দি: ২০২৩ সালের শুরুতে সুপ্রিম কোর্ট নোটবন্দি নিয়েও রায় দেয়। ২০১৬ সালে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত মোদি সরকার নিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্টে। পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ ৪:১ অঙ্কে এই রায় দেয়। এই মামলায় ৫৮টি পিটিশন কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছিল । সব পিটিশনই আদালত খারিজ করে দেয় আদালত।

৯) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনাদের নিয়োগ : সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ আদেশ দেয় যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও দেশের প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির পরামর্শে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কেন্দ্র প্যানেল থেকে প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে একজন মন্ত্রীকে সেখানে রাখার জন্য একটি বিল পেশ করেছে সংসদে।

১০) ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডির ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বর্ধিত ক্ষতিপূরণ চেয়ে কেন্দ্রের আবেদন : ১৯৮৪ সালে ভোপাল গ্যাস ট্রাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ যাতে মার্কিন সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইড (বর্তমানে ডাও কেমিক্যাল) বৃদ্ধি করে, সেই কারণে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার । কিন্তু গত মার্চে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রীয় সরকার ওই সংস্থার কাছ থেকে ৭৮৪৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ চেয়েছিল । এর আগে ১৯৮৯ সালে এই দুর্ঘটনায় বিপুল অর্থ ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল ওই সংস্থা।

সিঙ্গুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় আগুন

হুগলি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সিঙ্গুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় আগুন লাগে। স্থানীয়দের চেষ্টায় বড়সড় বিপত্তি থেকে থেকে রক্ষা মেলে। সিঙ্গুরের বাসুবাটির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় নিজেরাই নেভাতে হাত লাগান স্থানীয়রা। আগুন লাগার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঙ্গুরের বাসুবাটিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আগুন লাগে। এদিন সকালে ব্যাঙ্কের জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা বালতি দিয়ে জল ঢালতে শুরু করেন।

ব্যবসায়ী তারক কর্মকারের বাড়ির একতলায় রয়েছে এই ব্যাঙ্ক। দোতলায় থাকেন তারক কর্মকার। তাঁর ছেলে অনির্বাণ কর্মকার বলেন, "সকালে ব্যাঙ্কের জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়া দেখে পাড়া প্রতিবেশীদের ডাকি। ব্যাঙ্কের লোককেও খবর দিই। আমরা ও গ্রামবাসীরা জল নিয়ে এসে আগুন নিভিয়েছি। আগুন নেভানোর পর দমকল আসে।"

দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ব্যাঙ্কে যাওয়ার রাস্তা সরু হওয়ায় বাধা পায় দমকল কর্মীরা। পরে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনের কাজে হাত লাগান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে ঠিক কী কারণে আগুন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল আধিকারিকরা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যায়নি।

সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত দাস জানান, "আজ সকাল বেলা এসে দেখি দাউ দাউ করে আগুন জলছে। গ্রামবাসীর ও পুলিশের সহযোগিতায় আগুন নেভানো হয়। সমস্ত ইলেকট্রিক সংযোগ বন্ধ করা হয়। দমকলও আসে। নথিপত্রও কিছু পুড়েছে।

ভুল বোঝাবুঝি ভুলে যাওয়ার আর্জি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): "কাজ করতে গেলে মাথা গরম হয়। ওটা নিয়েই চলতে হবে। নতুন আসছে পুরনো কথা ভুলে নতুন করে এগিয়ে যেতে হবে।" কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

এই অনুরোধে বৃহস্পতিবার আইনজীবীদের মান ভাঙল।

বিচারপতির দেওয়া একটি নির্দেশের প্রতিবাদেই তাঁর এজলাস বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন আইনজীবীদের একাংশ। বৃহস্পতিবার সেই আইনজীবীদের সংগঠনের অফিসে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, "আমি অনুরোধ করছি কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে তা বাদ দিন। কোর্ট আবার আগের মতো চলুক।"

দুপুর দেড়টা নাগাদ কলকাতা হাই কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের ২ নম্বর কোর্টে যান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বার অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে গিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যায় তাঁকে। হাই কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোলাকুলিও করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

মাইকে বিচারপতি ঘোষণা করেন তাঁর বক্তব্য।

বিচারপতি বলেন, "আমি অনুরোধ করছি কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে তা বাদ দিন। আমি আপনাদেরই লোক। আমি এই 'বার' থেকেই উঠে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে কোনও খারাপ সম্পর্ক থাকতে পারে না। আইনজীবীদের প্রতি আমার সম্মান এবং ভালবাসা রয়েছে। যা হয়েছে তা কেউ খারাপ ভাবে নেবেন না। যা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে আবার চলুন একসঙ্গে কাজ করি।"

গত সোমবার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের একটি মামলার শুনানি ছিল। অভিযোগ, সেখানেই কমিশনের আইনজীবী প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়কে বিচারপতি হেনস্তা করেন। জানা গিয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চের একটি নির্দেশ পড়ার সময় ওই আইনজীবীর আচরণ বিচারপতির ভালো লাগেনি বলেই দাবি। যার জেরে 'ক্ষুব্ধ' বিচারপতি ওই আইনজীবীকে নিজের গাউন, বো খুলতে নির্দেশ দেন। এর পরেই বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিচারপতির আচরণের প্রতিবাদ করে তাঁর ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়।

নবান্নের পাশে ডিএ আন্দোলনকারীদের ধরনা, শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): শর্তসাপেক্ষে ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর নবান্ন বাস স্ট্যান্ডে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকে ধরনার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একসঙ্গে ৩০০ জনের বেশি ওই ধরনা মঞ্চে থাকতে পারবেন না।

বকেয়া ডিএ সহ একগুচ্ছ দাবিতে সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ধরনার আবেদন করে। কিন্তু, পুলিশি অনুমতি না মেলায় হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়েন আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার মামলাটি ওঠে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। এদিন বিচারপতি বলেন, 'রেড রোডে মিছিল হচ্ছে। ১৪৪ ধারার মধ্যে আপনারা ধরনার অনুমতি দিলে নবান্ন বাসস্ট্যান্ডে কেন অনুমতি নয়।

এদিকে মামলাকারীরা বলেন, "রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও ধরনার অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ।" যদিও রাজ্যের বক্তব্য ছিল, এই ভাবে ধরনা দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয় না। পালটা বিচারপতি বলেন, "কে বলেছে হয় না?

স্কুল নিয়োগ নিয়ে ছেলে মেয়েরা ধরনায় বসে রয়েছে বলেই সরকারের প্রতিনিধিরা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করছেন। আলাপ আলোচনা হয়েছে।" স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশে অনেকটাই স্বস্তিতে ডিএ আন্দোলনকারীরা।

এবার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে অভিযোগ বিচারপতি সিনহার স্বামীর

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): জেরার জন্য তলব করে সিআইডির বিরুদ্ধে মানসিক নিগ্রহের অভিযোগ। স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বয়ান দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে-র। এই অভিযোগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন তিনি। এর আগে এবিষয়ে তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অ্যাসোসিয়েশনকেও চিঠি দিয়েছিলেন।

বিচারপতির স্বামীর অভিযোগ, যে মামলার জন্য তাঁকে তলব করা হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নও করা হচ্ছে না। পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ বিচারপতি সিনহার বিষয়ে নানা তথ্য জানার চেষ্টা করা করছে। বিচারপতি সিনহার নামে জোর করে মিথ্যা বয়ান দেওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। মিথ্যা বয়ান দিলে বাড়ি, গাড়ির প্রলোভনও দেখানো হচ্ছে বলেও দাবি বিচারপতির স্বামীর। এই অভিযোগ তুলে চিঠিতে সিআইডির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রতাপবাবু।

ঠিক কী কারণে বিচারপতির স্বামীকে তলব করে সিআইডি? সম্প্রতি ষাটোর্ধ এক বিধবা এবং তাঁর মেয়ে অভিযোগ করেন, আইনত পৈতৃক সম্পত্তি পেলেও তাঁর দাদার পরিবার তা থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। তাঁর অভিযোগ, মারধরও করা হয় তাঁকে। যার প্রমাণ রয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। তিনি আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। তাঁর আত্মীয়দের হয়ে মামলা লড়ছিলেন বিচারপতির স্বামী। বৃদ্ধার দাবি, স্ত্রীর পদমর্যাদা কাজে লাগিয়ে তদন্তে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন আইনজীবী। বৃদ্ধার অভিযোগ, বিচারপতির দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয় তদন্তকারীকে।

তাঁকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ বৃদ্ধার। এই অভিযোগের তদন্ত এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে ওই বৃদ্ধা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। অভিযোগকারিণী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। পরে অবশ্য এই মামলায় বাড়তি পদক্ষেপ করা যাবে না বলেই জানায় সুপ্রিম কোর্ট। ডিসেম্বরের শুরুতে আদালত জানিয়ে দেয়, অভিযোগের নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যাবে। এর পরই পদক্ষেপ নেয় সিআইডি। ভবানীভবনে বিচারপতির স্বামীকে তলব করা হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

পোষ্য কুকুর হঠাৎ আপনাকে এড়িয়ে চলছে কি?

বাড়িময় দৌড়ে বেড়াবে, ছুটবে, খেলবে, বাড়ি ফিরলে কোলে আসবে তবেই তো পোষ্য চোখের মণি হয়ে উঠবে। অনেকেরই পোষ্যের সঙ্গে আলাদা সখ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ইদানীং কি পোষ্য আপনাকে এড়িয়ে চলছে কিংবা সারা ক্ষণ চুপচাপ থাকছে? তা হলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। শরীরের পাশাপাশি পোষ্যের মনে এবং আচরণেও কিন্তু বদল আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে কথা বলে কারণ উদ্ধার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক কোন কারণগুলির জন্য পোষ্য এমন করতে পারে? জানা থাকলে পোষ্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সহজ হবে।

শারীরিক অসুস্থতা- শরীরের অন্দরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজের মুখে বলতে পারে না পোষ্যরা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শারীরিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। সেই কারণেও অনেক সময়ে আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। শরীর খারাপ হলে শারীরিক স্ফূর্তিও কমে আসে। এমন হলে পোষ্যের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। খাওয়ার পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে গিয়ে থাকে, তা হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি।

মানসিক উদ্বেগ- শরীর খারাপের পাশাপাশি পোষ্যের মনেও কিন্তু কোনওসমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগে থাকলে এমন হতে পারে। জোরে কোনও শব্দ, পোষ্যের সঙ্গে বাকিদের আচরণ এবং আরও অনেক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে পোষ্যে। সেখান থেকেই জন্ম নিতে পারে ভয়। সেই ভয়ের কারণেই হয়তো আপনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে।

রুটিনের পরিবর্তন- পোষ্যদের রোজের রুটিনে কোনও বদল এলেও এমন সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক চলার পর হঠাতপরিবর্তন এলে সমস্যায় পড়তে পারে পোষ্যরা। সেখান থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

অতীতের স্মৃতি- কখনও কোনও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সহজে ভুলতে পারে না পোষ্যরা। মাঝেমাঝেই অতীতের সেই স্মৃতি জেগে ওঠে। আপনার সঙ্গে পোষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধির সেটাও একটি কারণ হতে পারে। খারাপ কোনও স্মৃতি যদি নতুন করে পোষ্যের মনে জাঁকিয়ে বসে, তা হলে অনেক সময়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। তবে কিছু দিন সময় দিলে পোষ্য ঠিক হয়ে যেতে পারে।

মুড ভাল নেই ?

কথায় আছে মেজাজই আসল রাজা। অর্থাৎ মেজাজ বা মানসিক স্থিতি ঠিক না থাকলে কোনও কিছুই ঠিক থাকে না। আর মেজাজ শুধুমাত্র আপনার নিজের স্বাস্থ্যকেই প্রভাবিত করে না, এটি আপনার চারপাশের লোকদেরও প্রভাবিত করে। আর আজকাল কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষের জীবনে চাপের শেষ নেই। অফিস, বাড়ি সব সামলাতে-সামলাতে একপ্রকার নাজেহাল হয়ে পড়তে হয়। তাই মুডও খুব একটা ভাল থাকে না। মেজাজ ভাল রাখতে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তো? নজর দিন ডায়েটে। এমন বেশকিছু খাবার রয়েছে যা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। কী সেগুলি? আসুন জেনে নেওয়া যাক

আসলে, আমাদের মেজাজও হরমোনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন মানুষ তাঁর পছন্দের কোনও কাজ করেন যেমন, গান শোনা বা সিনেমা দেখা ইত্যাদি তখন ডোপামিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আবার এমন কিছু কিছু খাবার রয়েছে যা খেলে সেরোটোনিন বৃদ্ধি পায় যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো মেজাজ সতেজ রাখতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট:- আপনি যদি শরীরে সুখী হরমোনের ক্ষরণ বাড়াতে চান তবে ডার্ক চকোলেট একটি খুব ভাল বিকল্প। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মেজাজ ভাল রাখতে সাহায্য করে। তবে সীমিত পরিমাণে খান।

বাদাম এবং বীজ:- বাদাম, চিনাবাদাম, আখরোট, সূর্যমুখী বীজ, তিল বীজ, কুমড়ার বীজ ইত্যাদি বেশি করে খাবেন। এটি সেরোটোনিনের উতাদন বাড়ায়, যা মানসিক স্থিতি ঠিক থাকে। এছাড়াও বাদামের এবং বীজের আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

পালং শাক:- ডায়েটে ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের মতো পুষ্টিতে সমৃদ্ধ পালং শাক যোগ করুন। অনেক সময় ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিও উদ্বেগ ও মানসিক চাপের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে। পালং শাক সেরোটোনিনের মাত্রা উন্নত করে, যা মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই বেশি করে পালং শাক খান।

আপেল:- আপেল হার্ট সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই ফল মেজাজ ভাল রাখতেও সাহায্য করে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে ডায়েটে আপেল যোগ করুন।

সবজি খেয়ে সুগার কমার বদলে বেড়েও যেতে পারে

ছোট থেকে সকলেই শুনেছেন যে তাজা শাকসবজির গুণ বেশি। রোগকে দূরে রাখতে গেলে পাতে শাকসবজি থাকা দরকার। এমনকী ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধও শাকসবজির মধ্যে লুকিয়ে। উচ্ছে, করলা, ঢ্যাঁড়শ, ব্রকোলি, শসা, মুলোর মতো বিভিন্ন সবজি ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় উপযোগী। এগুলো ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ হয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। অনেক সময় সবজি খেয়েও আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন। এমন অনেক সবজি রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের রোগীদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যে সবজিতে স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের জন্য উপযুক্ত নয়। কোন-কোন আনাজ খেলে রক্তে সুগার লেভেল বাড়তে পারে, রইল তালিকা।

আলু: অনেকের মুখেই শুনেছেন নিশ্চয়ই, ডায়াবেটিসের রোগীদের আলু খাওয়া নিষিদ্ধ। আলুর গ্লাইসেমিক সূচক অনেক বেশি। এটি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বুঝেশুনে আলু খাওয়াই ভাল।

মিষ্টি আলু: সাধারণ আলুর চেয়ে রাঙা আলু বেশি উপকারী। কিন্তু রাঙা বা মিষ্টি আলুর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি আলুও সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। নাহলে বাড়তে পারে সুগার লেভেল।

ওল: গরম ভাতে সর্ষে দিয়ে মাখা ওল সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে? কিন্তু খাবার ডায়াবেটিসের রোগীদের একটু এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। মাটির নীচের এই আনাজে স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এতে হঠাৎ শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। মিষ্টি আলুর মতো এটিও আপনার স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

কচু: মিষ্টি আলু, ওলের মতো কচুও মাটির নিচের ফসল। এই সবজিতেও স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এটি ইনসুলিনের মাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের সীমিত পরিমাণে কচু খাওয়া উচিত।

বিটরুট: মাটির নিচের সবজি বিটরুটও। এই সবজি পুষ্টিতে ভরপুর হলেও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। যদিও বিটরুটের রস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই অল্প পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

কাঁচকলা: ডায়াবেটিসের রোগীরা পাকা কলা খেলেও, কাঁচকলা থেকে সাবধান। কাঁচকলার মধ্যেও ভরপুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু এতে স্টার্চের পরিমাণও বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

গাজর ও কড়াইশুঁটি: সুগার থাকা সত্ত্বেও রোজের খাদ্যতালিকায় গাজর, কড়াইশুঁটি থাকে? এগুলো স্বাস্থ্যকর সবজি, গ্লাইসেমিক সূচকও কম। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের এগুলো কম পরিমাণে খাওয়া উচিত।

অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত লাগে ?

অফিসের প্রচণ্ড ব্যস্ততায় তো বটেই, এমনকি ছুটির দিনেও ক্লান্ত লাগে সারা ক্ষণ। অনেকের ঘুম থেকে ওঠার পরেও সবচেয়ে বেশি ক্লান্তি ঘিরে ধরে। শরীরের উপর একটানা ধকল গেলে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য দীর্ঘ বিশ্রাম কিংবা বিরতির প্রয়োজন হয়। তা না হলে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে গেলেও অনেক সময় সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগে। তবে কারণ যা-ই হোক, ক্লান্তি দূর করতে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিলেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কোন খাবারগুলি নিয়মিত খেলে ক্লান্তি কেটে স্ফূর্তি আসবে শরীরে?

ড্রাই ফ্রুটস: শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এক মুঠো ড্রাই ফ্রুট দারুণ কাজে দেয়। খিদে পেলে ভাজাভুজি না খেয়ে কাঠবাদাম, কিশমিশ,আখরোট, পেস্তা, খেজুরের মতো ড্রাই ফ্রুট খেতে পারেন। ১০০ গ্রাম ড্রাই ফ্রুটে ৩৫৯ ক্যালোরি থাকে। শরীরে আয়রনের চাহিদা মেটাতেও দারুণ উপকারী ড্রাই ফ্রুটস।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকোলেটে থেরোব্রোমাইন ও ক্যাফিন থাকে। শরীরে তাতণিক শক্তির জোগান দিতে এই দুই উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। তাই ক্লান্ত লাগলে মুখে ডার্ক চকলেট পুরে দিলেই হবে মুশকিল আসান।

টকদই: বর্ষাকালেও গরমের হাত থেকে রেহাই নেই। একটু বাইরে বেরোলেই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। এই সময়ে পুষ্টিবিদরা টক দই খেতে বলেন। দইয়ে উপকারী শর্করা গ্যালাকটোজ আর ল্যাকটোজ থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরে শক্তির চাহিদা মেটায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় দই রাখলে শরীর চাঙ্গা থাকবে।

ডিম: রোজের ডায়েটে ডিম রাখাও ভীষণ জরুরি। ডিম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিনের ভাল উত। একটি ডিমে সাত গ্রাম ফ্যাট ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর ডিম খেলে শরীরে স্ফূর্তি আসে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন খাবার রোজ খাবেন ?

রক্তচাপ বেড়ে গেলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে প্রতিদিন ওষুধ খেতেই হবে। একদিনও ওষুধ বাদ দিলে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপই হৃদরোগ ডেকে আনে। তবে, শুধু খেয়েই যে রক্তচাপকে বশে রাখা যায়, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশি হেরফের না হলেও, কাঁচা নুন খাওয়ার প্রতি রাশ টানেন অনেকেই। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা যাতে হেরফের না হয়, তার জন্যই খাবারে নুনের পরিমাণ কমানো দরকার। তবে, শুধু নুন খাওয়া কমালেই হবে না, জাঙ্ক ফুডের প্রতিও আসক্তি কমাতে হবে। কিন্তু কোন খাবার রোজ খেলে রক্তচাপের সমস্যা বশে থাকবে, জানেন?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে লাইফস্টাইলে বদল আনতে হবে। বেশ কিছু খাবার যেমন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, একইভাবে, কিছু খাবার যোগও করতে হবে। হাইপারটেনশনের ডায়েটে তাজা ফল, শাকসবজি থাকেই। কিন্তু দই রাখেন কি? দই হল এমন একটি খাবার, যা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপের সমস্যায় উপযোগী দই। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এপিডিমায়োলজি ও লাইফস্টাইলে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, যেসব মহিলা সপ্তাহে পাঁচ বা তার বেশি বার দই খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাই দই খেয়ে আপনি এই স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারেন। রোজের ডায়েটে দই রাখলে এটি একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রদান করে। দইয়ের মধ্যে ভিটামিন বি১২, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। তাছাড়া এই খাবার প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। যদিও দই জনপ্রিয় এর প্রোবায়োটিক উপাদানের জন্য। দই খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে, দই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না। দইতে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপযোগী। এছাড়া দইতে ক্যালশিয়াম থাকে, যা মাংসপেশি গঠনে এবং হার্টের পেশির জন্য ভাল। দই খাওয়ার উপকারিতা হল, এটি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেহেতু ওবেসিটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাই ওজন কমিয়ে আপনি এই রোগের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। এভাবেই দই হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে উপযোগী। কিন্তু আপনাকে লো-ফ্যাট দই খেতে হবে। দইতে কোনও চিনি মেশালে চলবে না। রোজ একবাটি করে দই খেলেই আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

কোন উপসর্গ দেখলেই শরীরচর্চা বন্ধ করতে হবে ?

মোটা হলেই শরীরে বাসা বাঁধে হাজারটা অসুখ। তাই চিকিৎসকরা বার বার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরমার্শ দেন। তাই ইদানীং ভুঁড়ি বাড়লেই সচেতন মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন জিমে গিয়ে। চটজলদি ওজন ঝরাতে ভারী ওজন নিয়ে দেদার চলছে শরীরচর্চা।

পুজোর আগে তরুণদের মধ্যে শাহরুখ খান, হৃতিক রোশনের মতো “সিক্স প্যাক” বানানোর হিড়িক ওঠে প্রতি বারই।

শরীর বানানোর তাগিদে পাড়ার জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো, ফিটনেসবিদের পরামর্শ ছাড়াই মুড়িমুড়কির মতো সাপ্লিমেন্ট খাচ্ছেন কেউ কেউ। কিন্তু শরীরের উপর বাড়তি চাপ দেওয়া কখনওই উচিত নয়।

ফিটনেসবিদেরাও কিন্তু সপ্তাহে পাঁচ-ছ’দিন শরীরচর্চা করার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া, শরীরে কিছু অস্বস্তি থাকলেও কিন্তু জিমে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন শারীরিক অসুবিধা নিয়ে জিমে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) অফিসের কাজের চাপে রাতে দেরিতে ঘুমোতে যাচ্ছেন আর সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছেন? দিনের পর দিন ঘুম কম হলে শরীরে এমনিতেই ক্লান্তি আসে। সারা দিন অতিরিক্ত ধকলের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে জিমে না যাওয়াই ভাল।

২) অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শরীরচর্চার করলে ঋতুচক্রের উপর তার প্রভাব পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ঋতুস্রাব না হলে জিমে যাওয়া কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দেখতে পারেন।

৩) প্রথম ক’দিন জিমে গেলে কিংবা দীর্ঘ দিন পর জিমে গেলে পেশিতে ব্যথা হতে পারে। তবে নিয়মিত জিম করার পর হঠাৎকোনও দিন পেশিতে ব্যথা হলে একটু সতর্ক হোন। তখন না যাওয়াই শ্রেয়। বড় কোনও চোট আঘাত লাগলেও জিম থেকে কয়েক দিনের বিরতি নেওয়াই ভাল। এ ছাড়া, পেটে ব্যথা, জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভুগলে জিম এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। পেটখারাপ কিংবা ডায়েরিয়া হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়, তাই শরীরে জলের ঘাটতি হয়। এ সময়েও জিম এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) আগের রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করলে পরের দিন সকালে শরীরে জলের ঘাটতি হয়, মাথা ঝিমঝিম করে, এই পরিস্থিতি হলে সেই দিনটা জিম থেকে ছুটি নিয়ে নিন। চোট-আঘাত লাগার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

৫) বুকে ব্যথা, হাতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখলে সেই দিন জিমে যাবেন না। এ ছাড়া, নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে, মাথা ভার হয়ে আছে, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে এমন সমস্যা হলেই সতর্ক হোন। সেই দিন ভুলেও জিমে যাবেন না।

জিমে না গিয়ে ঘরে বসেই কমবে ওজন

সারা বছর ওজন নিয়ে সচেতন থাকলেও, পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেন অনেকেই। কঠোর ডায়েট, বাইরের খাবার খাওয়া থেকে শতহস্ত দূরে থাকা বাদ দেন না কিছুই। অনেকেই আবার পুজোর শপিং ছেড়ে জিমে গিয়েই কাটিয়ে দেন অনেকটা সময়। তাতে যে চেহারায় বিপুল পরিবর্তন আসে, এমনও নয়। উপরন্তু সময় নষ্ট।

রোগা হওয়ার জন্য সব সময়ে জিমে যেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। বাড়িতে বসেও কয়েক দিনের মধ্যেই ওজন ঝরানো সম্ভব। শুধু মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

ভারী জলখাবার খাওয়া

সকালের খাবারের উপর নির্ভর করে সারা দিনের শরীরের হালচাল। রাতের খাবারের পর প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা পেট খালি থাকে। তাই সকালে তাড়াতাড়ি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাসে হজমশক্তির উন্নতি ঘটে। বাড়তি মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণা বলছে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) বেড়ে যেতে পারে। আর বডি মাস ইনডেক্স বেড়ে যাওয়ায় অর্থ ওজন বৃদ্ধি। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ছ”ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম পর্যাপ্ত হলে শুধু ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর। নিয়ন্ত্রণে থাকবে ওজন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়া

ওজন কমানোর পথে প্রক্রিয়াজাত খাবার একটি বড় বাধা। ওজন কমাতে চাইলে এ ধরনের খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত, প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যবহৃত নানা উপাদান ওজন বাড়িয়ে তোলে ও নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া

ওজন ঝরাতে সব সময়ে ডায়েট করা জরুরি নয়। স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার খেয়েও কিন্তু মেদ ঝরানো যায়। তাই কার্বজাতীয় খাবার কম খেয়ে প্রতি দিন ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

গরম জলে স্নান করা

৩০ মিনিট শরীরচর্চা করলে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে, তা শুধু গরম জলে স্নান করেই পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার সময়ে শরীরে যে পরিমাণ তাপ উতন্ন হয়, গরম জলে স্নান করলেও তা পাওয়া সম্ভব। শরীরের ভিতরে উতন্ন এই তাপই দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারে।

বাড়িতে তৈরি স্বাস্থ্যকর স্যুপও হবে সুস্বাদু

সর্দি-কাশিতে দ্রুত স্বস্তি পেতে কিংবা রোগা হওয়ার ডায়েটে স্যুপের মতো উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর খাবার কমই আছে। তা ছাড়া, স্যুপ বানাতেও বিশেষ সময় লাগে না। চটজলদি তৈরিও হয়ে যায়। দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখতেও স্যুপের জুড়ি মেলা ভার। তবে স্যুপ আরও স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু করে তোলার কয়েকটি উপায় রয়েছে। জানা থাকলে স্যুপ খেয়েই মন এবং শরীর ভাল হয়ে যেতে বাধ্য।

ডাল দিয়ে তৈরি করুন- চিকেন, সব্জি এবং আরও অনেক কিছু দিয়েই স্যুপ তৈরি করা যায়। তবে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গে নিতে হলে বানাতে পারেন ডাল দিয়ে। মুসুর ডাল হেঁশেলে মজুত করা থাকেই। ডাল দিয়ে বানাতে পারেন স্যুপ। এতে ফিট থাকবে শরীর।

লেবুর রস দিন- নুন, তেল, মশলা ছাড়াও রান্নায় স্বাদ আনতে পারে লেবুর রস। স্যুপ সুস্বাদু করে তুলতে লেবুর রস দিতে পারেন। লেবুর রসে ভিটামিন সি রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। স্যুপের সঙ্গে খেতে তো ভাল লাগেই, সেই সঙ্গে শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতিও পূরণ হয়।

সব্জি দিতে পারেন- স্যুপ সুস্বাদু করে তুলতে সব্জি দিতে পারেন। গাজর, বিন্স, ব্রকোলির মতো রঙিন সব্জি যদি স্যুপে দেন তাহলে দেখতে তো ভাললাগবেই, খেতেও মন্দ লাগবে না। সব্জি যে শরীরের যত্ন নেয়, তা বলা বাহুল্য। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিতক, সব্জি খাওয়ার পরামর্শ দেন সকলেই। স্যুপে সব্জি দিয়ে খেলে খারাপ লাগবে না।

মশলা- মশলা মানেই তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তা কিন্তু নয়। এমন অনেক মশলা আছে যেগুলি শরীরের যত্ন নেয়। তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল গোলমরিচ। স্যুপ তৈরির সময় ছাড়াও বাটিতে নামানোর পরেও উপর থেকে খানিকটা গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন। খেতে তো ভাল লাগবেই, সেই সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

দু'দিন বাদে এজলাসে বসেও কিছু ক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গল এবং বুধবার এজলাসে বসেননি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দু'দিন পরে বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা হাই কোর্টের এজলাসে বসলেন। তবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই এজলাস ছেড়ে বেরিয়েও গেলেন তিনি।

সাম্প্রতিক অতীতে এত দ্রুত এজলাস ছেড়ে উঠতে দেখা যায়নি বিচারপতিকে। তাঁর এজলাসে একের পর এক মামলার শুনানি হতে থাকে। ভিড়ে ভরে থাকে এজলাস কক্ষ। বৃহস্পতিবার অবশ্য সেই ভিড় ছিল কিছুটা কম। আইনজীবীদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন না বিচারপতির এজলাসে। বৃহস্পতিবার সকালে নিত্যদিনের মতোই শুরু হয়েছিল আদালতের কাজ। হাই কোর্টের ১৭ নম্বর কোর্টে বিচারপতি তাঁর এজলাসে এসে বসেন ঠিক ১১টা বেজে ৩৩ মিনিটে। তবে তার ২৪ মিনিট পরেই বেলা ১১টা বেজে ৫৭ মিনিটে উঠে যান তিনি।

সোমবার বিচারপতির একটি নির্দেশ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল আইনজীবীদের একাংশ। বিচারপতি এক আইনজীবীকে তাঁর আচরণের জন্য শেরিফের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেও আইনজীবীদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বিচারপতির এজলাস বয়কট করবেন বলে জানান।

কলকাতা হাই কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বব্রত বসু মল্লিক জানান, যত দিন না বিচারপতি এই ঘটনার জন্য ওই আইনজীবী এবং বারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছেন, তত দিন এই প্রতিবাদ চলবে।

বৃহস্পতিবার অবশ্য বিচারপতির এজলাসে কিছু আইনজীবী ছিলেন। তালিকা অনুযায়ী প্রায় ১১টি মামলা শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। তবে বহু মামলারই আইনজীবী উপস্থিত হননি। ২৪ মিনিটে মোট ৫টি মামলার শুনানি হয়। এর মধ্যে দু''টি মামলায় সওয়াল করেন আইনজীবী। বাকি তিনটি মামলায় মামলাকারী নিজেই নিজের হয়ে বিচারপতির কাছে সওয়াল করেন।

বিহারে পৌঁছেছেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, ভাগলপুরে সাধু-সন্তদের সঙ্গে দেখা করবেন

পাটনা, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) -এর সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবত তিনদিনের বিহার সফরে বৃহস্পতিবার পাটনায় পৌঁছেছেন। এখান থেকে সরাসরি ভাগলপুর যাবেন তিনি। বিহারে তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে রাজধানী পাটনা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাগলপুরে রাত কাটাবেন ভাগবত।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে, আরএসএস দক্ষিণ বিহারের রাজ্য প্রচার প্রমুখ অভিষেক কুমার বলেছেন, ২২ ডিসেম্বর ভাগলপুরের কুপ্পাঘাটে অবস্থিত মহর্ষি মেনহি আশ্রমে সরসঙ্ঘচালক উপস্থিত থাকবেন। তিনি সাধু-সন্তদের সঙ্গে ছয় ঘণ্টা সময় কাটাবেন। বর্তমান আচার্য হরিনন্দন বাবার সঙ্গে দেখা করতে আশ্রমে পৌঁছবেন সংঘ প্রধান। এরপর ২৩ তারিখ পাটনা থেকে রওনা হবেন তিনি।

সংঘ প্রধানের দুদিনের সফরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাও করেছে ভাগলপুর পুলিশ। উচ্চ স্তরের আধিকারিকরা সংঘ প্রধানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে স্থানীয় পর্যায়ের পাশাপাশি পুলিশের বিশেষ শাখা, অপরাধ শাখা, সিআইডি সক্রিয় রয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাগলপুরের মহর্ষি আশ্রমের কুপ্পাঘাটেও এসেছিলেন মোহন ভাগবত। এই বছর দ্বিতীয়বার সন্ত মেনহি আশ্রমে যাচ্ছেন সংঘ প্রধান। এখানে মহর্ষি মেনহি পরমহংস দশ বছর গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন। এই স্থানটি কুপ্পাঘাট নামে পরিচিত।

বিচারপতির স্বামীর জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে হেনস্তার অভিযোগ অস্বীকার সিআইডি-র

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের স্বামী প্রতাপচন্দ্র দের যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিল সিআইডি। বিবৃতি দিয়ে তারা জানিয়েছে, প্রতাপকে কোনও রকম মানসিক হেনস্থা করা হয়নি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের অডিয়ো এবং ভিডিয়ো রেকর্ড করা আছে বলেও জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

সিআইডি একটি বিবৃতি জারি করে প্রতাপের অভিযোগের 'জবাব' দিয়েছে। তাদের দাবি, প্রতাপকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে সময়মতো চা এবং জল খেতে দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি চেয়েছেন, সময় দেওয়া হয়েছে ধূমপানের জন্যও। বিচারপতি সিংহের স্বামী পেশায় আইনজীবী। একটি মামলার সূত্রে তাঁকে চলতি মাসেই পর পর দু'বার তলব করে রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা। ওই জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে তাঁকে মানসিক ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন প্রতাপ। অভিযোগ, তাঁর বিচারপতি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বয়ান লেখানোর জন্য চাপ দিয়েছে সিআইডি। নানা ভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। সে সব ব্যাখ্যা করে তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দেন। তার পর একই অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

৪০-দিন ব্যাপী 'চিল্লাই কালান'-এর শুরু, কাশ্মীর ও লাদাখে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ

শ্রীনগর, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে কাশ্মীর ও লাদাখে। লাদাখে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গিয়ে পৌঁছেছে মাইনাস ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সেখানে কার্গিলে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে মাইনাস ১১.৪ ডিগ্রিতে। আর পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম এলাকা দ্রাসে তাপমাত্রা ছুঁয়েছে মাইনাস ১১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত বেশ কয়েক দিন ধরে যে শৈত্যপ্রবাহ চলছে ভূস্বর্গে। আশঙ্কা, এ বার শীতের চরমতম অভিজ্ঞতা হতে চলেছে কাশ্মীর ও লাদাখবাসীর। শ্রীনগরের তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে মাইনাস ৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র গুলমার্গে তাপমাত্রা পৌঁছেছে মাইনাস ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ইতিমধ্যেই জমে গিয়েছে কলের জল, রাস্তা, বাড়ি ঢেকে গিয়েছে পুরু বরফের চাদরে। জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাধারণত কাশ্মীরের এই প্রবল শৈত্যপ্রবাহকে 'চিল্লাই কালান' নামে অভিহিত করা হয়। যা ২১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে। এই সময়টায় জনজীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। প্রায় চল্লিশ দিন চলে শীতের এই তাণ্ডব। ২১ ডিসেম্বর থেকে সেই পর্ব শুরু হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে বিজেপির নতুন সভাপতি নিযুক্ত, দায়িত্ব পেলেন কিরণ সিং দেব

রায়পুর, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ে নিযুক্ত হলেন বিজেপির নতুন সভাপতি। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করা ছত্তিশগড়ে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিরণ সিং দেব-কে। বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ছত্তিশগড়ে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে কিরণ সিং দেব-কে নিযুক্ত করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

ছত্তিশগড়ের জগদলপুর থেকে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত কিরণ দেব সিংকে দলের ছত্তিশগড় ইউনিটের সভাপতি নিযুক্ত করেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার দলের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। সেই অনুযায়ী সিং-এর নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে। অরুণ সাও-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন কিরণ, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন অরুণ সাও। জগদলপুর বস্তার বিভাগের একমাত্র আসন যা অসংরক্ষিত। জগদলপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছেন কিরণ সিং দেব। বিজেপির যুব শাখা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেওয়াইএম) থেকে নিজের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন সিং, তিনি দলের বস্তার জেলা ইউনিটের সভাপতিও ছিলেন। তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত জগদলপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। বিজেপি সংগঠনে আরও কিছু দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

গাজিয়াবাদে করোনায় আক্রান্ত বিজেপি কাউন্সিলর অমিত ত্যাগী

লখনও, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : উদ্বেগ বাড়ছে কোভিড-১৯-এর নয়া ভেরিয়েন্ট জেএন.১ নিয়ে। এরমধ্যে, উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে করোনায় আক্রান্ত বিজেপি কাউন্সিলর অমিত ত্যাগী। জানা গিয়েছে, বিজেপি কাউন্সিলর অমিত ত্যাগী গাজিয়াবাদের শাস্ত্রী নগর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পরিবার সম্প্রতি দুবাই থেকে ফিরেছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে, সম্ভবত বাইরে থেকেই তাঁরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। অমিত ত্যাগী কোভিড পিজিটিভ শনাক্ত হওয়ার পর, এখন তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও কোভিড পরীক্ষা করা হবে। অমিত ত্যাগী করোনার নয়া রূপভেদেই আক্রান্ত কিনা, তা জানার জন্য উত্তর প্রদেশ স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁর নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর জন্য আইসিএমআর-এর ল্যাবে পাঠানো হবে। প্রসঙ্গত, বুধবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দেশে কোভিড-১৯-এর সাব-ভেরিয়েন্ট জেএন.১-এর মোট ২১টি ঘটনার কথা জানা গিয়েছে। শুধু গোয়াতেই এই নয়া রূপভেদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯। বাকি দুজন কেরল এবং মহারাষ্ট্রের। গত কয়েক সপ্তাহে গোটা বিশ্বে সবথেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে করোনার এই নয়া স্ট্রেনটি।

উপহাস-কাণ্ডে ক্ষোভে ফেটে পড়ল বিজেপি, দিল্লিতে কল্যাণ ও রাহুলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): উপহাস-কাণ্ডে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়ল বিজেপি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি এদিন বলেছেন, 'উপ-রাষ্ট্রপতির অনুকরণ, সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিতদের প্রতি এই মনোভাব- দেশের জনগণের পাশাপাশি দেশের সংবিধানও তাঁদের জবাব দেবে। এটি কৃষকদের, তাঁর (উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়) সম্প্রদায় এবং সাংবিধানিক পদে যারা অধিষ্ঠিত তাঁদের প্রতি অপমান। এর খেসারত রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস ও তাদের জোটকে বহন করতে হবে।'

বিজেপি নেত্রী বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, 'বিরোধীরা গণতন্ত্রকে অপমান করেছে, এটা অনুকরণ নয়, উপহাস ছিল। এটা জাট সম্প্রদায়ের সন্তানের অপমান, কৃষকের সন্তানের অপমান, উপরাষ্ট্রপতির অপমান। বিজেপির কর্মীরা কীভাবে কষ্ট পাবে না?...আমরা তাদের আপত্তিকর আচরণের প্রতিবাদ করছি।' বিজেপি বিধায়ক রামবীর সিং বিধুরি বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন সাংসদ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এবং কৃষকের ছেলেকে অপমান করেছেন। এটা দেশের সমস্ত কৃষকদের প্রতি অপমান... রাহুল গান্ধীর উচিত দেশের কাছে ও উপ-রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত কল্যাণ ব্যানার্জীকে দল থেকে বহিষ্কার করা। এটা না হওয়া পর্যন্ত সারাদেশের কৃষক, শ্রমিক ও গরিবরা রাজপথে কুশপুত্তলিকা পোড়াবে।'

মধ্যপ্রদেশে উদ্বেগ বাড়িয়েছে করোনা, ইন্দোরে সন্ধান মিলল আরও এক রোগীর

ভোপাল, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে ফের করোনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে। ইন্দোরে আরও একজনের শীরের করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এবং জবলপুরেও একজনের করোনা পজিটিভ রির্পোট পাওয়া গেছে। রাজ্যে করোনার সক্রিয় মামলার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিনজনে। তাদের সবাইকে বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

রাজ্যে ফের করোনা পজিটিভ রোগী পাওয়া যেতে শুরু হয়েছে। বধবার ইন্দোর এবং জবলপুরে একজন করে সংক্রামিত ব্যক্তি পাওয়া গেছে। তবে পজিটিভ রোগীরা করোনার কোন প্রকারে আক্রান্ত হয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। নতুন সংক্রমণ সহ, রাজ্যে করোনার সক্রিয় কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনজনে। এদিকে ইন্দোরে একজন রোগী সুস্থ হয়ে বুধবার হোম আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছে। এছাড়াও ভোপালে করোনার উপসর্গ নিয়ে ১২ জন সন্দেহভাজন রোগী পাওয়া গেছে। সমস্ত নমুনা পরীক্ষার জন্য অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে পাঠানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুসারে, ভোপালের জেপি হাসপাতাল ফিভার ক্লিনিকে করোনার-এর মতো উপসর্গযুক্ত দুই রোগী পাওয়া গেছে।

প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষার জন্য এইমস-এ পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, উভয় কোভিড সন্দেহভাজন রোগীর চিকিতা কোভিড প্রোটোকলের অধীনে রেখে শুরু করা হয়েছে। বুলেটিন অনুসারে, বুধবার ইন্দোরে সন্দেহভাজন করোনা রোগীর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। একই সঙ্গে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন এক রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ইন্দোরে করোনা সক্রিয় মামলার সংখ্যা কমে দুইয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচ দেশীয় হকি : ফ্রান্সকে ৫ গোল দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভারত

ভুবনেশ্বর, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): আগের ম্যাচে জার্মানির কাছে ২-৩ গোলে হারের পর পাঁচ দেশের হকি টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় পুরুষ হকি দল। জার্মানি ম্যাচের মতো ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে অবশেষে টিম ইন্ডিয়া জয় পেল।

আজকের ম্যাচে প্রথমে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছিল ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বিবেক সাগরের গোলে সমতায় ফেরে ভারতীয় দল। এরপর ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ২-১ করেন গুজরাজ। অধিনায়ক হরমনপ্রীত ভারতের পক্ষে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে করেন ৩-১। শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া ৫-৪ গোলে জয় লাভ করে।

দিল্লির আদালতে পেশ সংসদ হামলার অভিযুক্তদের, আরও ১৫ দিনের জন্য হেফাজতে পেল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালতে পেশ করা হল সংসদ হামলার অভিযুক্তদের। এদিন কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয় মনোরঞ্জন, অমল, সাগর ও নীলমকে। আদালত তাদের আরও ১৫ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন গ্যালারি থেকে চেম্বারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের কাছে ছিল রংবোমা। তা দিয়ে তারা চারদিকে ছড়িয়ে দেয় হলুদ ধোঁয়া। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য তাঁদের ধরে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংসদের বাইরে থেকে একই সময়ে গ্রেফতার করা হয় নীলম আজাদ এবং অমল শিন্ডে নামে দু'জনকে। এ ছাড়া, সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। দিল্লির থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন ললিত ঝা এবং মহেশ কুমাওয়াত। এর আগে ৭ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে ছিল মনোরঞ্জন, অমল, সাগর ও নীলম। হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার সবাইকে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালতে পেশ করা হয়। এদিন আদালত তাদের আরও ১৫ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান-পতন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯.৫৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪.০৫ ডলার। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

রাঁচি রেলওয়ে স্টেশনে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

রাঁচি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডের চুটিয়া থানা এলাকায় অবস্থিত রাঁচি রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং লটে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় লোকজনের চুটিয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রিমস মর্গে পাঠায়। নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে স্থানীয় লোকজন জানান, তিনি আশপাশের এলাকায় ভিক্ষা করতেন। ধারণা করা হচ্ছে ঠান্ডাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভেঙ্কটেশ কুমার জানান, নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

লোকসভা থেকে সাসপেন্ড আরও ৩ কংগ্রেস সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন আরও ৩ জন কংগ্রেস সাংসদ। বৃহস্পতিবার লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে - ডি কে সুরেশ, নকুল নাথ এবং দীপক বাইজকে। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন মোট ১৪৬ জন সাংসদ। প্রসঙ্গত, অসংসদীয় আচরণের জন্য বুধবার পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ১৪৩ জন সাংসদকে, আর বৃহস্পতিবার আরও ৩ জন সাংসদকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য

কোভিড নিয়ে বৈঠক করলেন সিদ্ধারামাইয়া, জনগণকে আশ্বস্ত করে বললেন ভয়ের কারণ নেই

বেঙ্গালুরু, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারও। বৈঠকের পর জনগণকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বলেছেন, করোনা নিয়ে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া এদিন কোভিড ১৯ নিয়ে রাজ্য প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বলেছেন, মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের পাবলিক স্পেসে মাস্ক পরা উচিত। এ পর্যন্ত কোমরবিডিটিতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিনোদনমূলক মাদক গ্রহণের অভিযোগে জিম্বাবুয়ের দুই খেলোয়াড় নিষিদ্ধ

হারারে, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিনোদনমূলক মাদক গ্রহণের অভিযোগে জিম্বাবুয়ের দুই খেলোয়াড় নিষিদ্ধ হলেন। দুই ক্রিকেটার হচ্ছেন ব্যাটসম্যান ওয়েসলি মাধেভেরে ও অলরাউন্ডার ব্রান্ডন মাভুতা। এই দুজনই সদ্য সমাপ্ত আয়ারল্যান্ড সিরিজে দলের সঙ্গে ছিলেন। আজ এক বিবৃতিতে এই দুই ক্রিকেটারের নিষেধাজ্ঞার খবর জানিয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড।

ক্রিকেট বোর্ড আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি একটি ডোপ পরীক্ষায় দুই ক্রিকেটার পজিটিভ হয়েছেন। তাদের নমুনায় বিনোদনমূলক মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। খেলোয়াড় ও অফিশিয়ালদের জন্য তৈরি আচরণবিধি অনুযায়ী এই দুই ক্রিকেটারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। শিগগিরই এ নিয়ে শুনানি শুরু হবে।

সংসদ থেকে সাংসদদের বহিষ্কারের নিন্দা করলেন মায়াবতী

লখনউ, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদ থেকে ১৫০ জনের বেশি সাংসদকে বহিষ্কারের তীব্র নিন্দা করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। পাশাপাশি সংসদ ভবনে নিরাপত্তা বিচ্যুতি ও ধোঁয়াকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, 'আমাদের দল মনে করে, সংসদ অধিবেশনে প্রায় ১৫০ জন সাংসদকে বরখাস্ত করা বিরোধী দল অথবা সরকারের জন্য ভাল কাজ কিংবা মাইলফলক নয়। সংসদীয় ইতিহাসের জন্য এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং জনগণের আস্থায় আঘাত। এদিকে সংসদ প্রাঙ্গণে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া সাংসদের উপরাষ্ট্রপতির নকল করার ভিডিওটিও অনুচিত ও অশালীন। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মতপার্থক্যের এই ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও দেশের সংসদীয় ঐতিহ্যকে লজ্জাজনক হওয়া থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য। বিরোধী-মুক্ত সংসদে প্রয়োজনীয় বিল পাশ করাও ভালো নজির নয়।'

দাসপুরে গয়না তৈরির দোকানে বিস্ফোরণ, আহত ৭ জন কারিগর

দাসপুর, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্তর্গত নুনিয়াগোদা এলাকায় রুপোর গয়না তৈরির দোকানে গ্যাসের ক্যান বিস্ফোরণে ৭ জন কারিগর আহত হয়েছেন। বুধবার রাত ৮টা নাগাদ ওই বিস্ফোরণ ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত কারিগররা পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার রসকুন্ড এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে রুপোর গয়না তৈরির কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় গ্যাসের ক্যান বিস্ফোরিত হয়। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাসপুর থানার পুলিশ। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে দাসপুর থানার পুলিশ।

আহত শ্রমিকরা জানান, কারখানার ভেতরে গ্যাস ভর্তি ছোট ছোট অনেক সিলিন্ডার ছিল। হঠাৎ করেই তা বিস্ফোরিত হয়।

কালচিনিতে হাতিকে বাঁচাতে গিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল ট্রাক

আলিপুরদুয়ার, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের ডালসিংপাড়া জিএসটি মোড়ে হাতিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক ঢুকে পড়ে রাস্তার পাশের দোকানে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে। ঘটনায় তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাতে জয়গাঁ থেকে হাসিমারাগামী একটি ট্রাকের সামনে হঠাৎ একটি হাতি এসে হাজির হয়। হাতিটিকে বাঁচাতে ট্রাকটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাস্তার পাশের একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় উরজেন গুরুংয়ের চায়ের দোকান, দীপক গয়ালের মোটর পার্টসের দোকান এবং রাজু ঠাকুরের সেলুনের দোকান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক মিটার দূরে জয়গাঁও থানার অধীনে একটি জিএসটি চেকপোস্ট রয়েছে। খবর পেয়ে জিএসটি চেকপোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ট্রাক চালককে লতাবাদি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। যেখান থেকে পরে তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

অরবিন্দ ও দায়িত্ব কখনই একসঙ্গে চলতে পারে না : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'এ মানে অরবিন্দ এবং এ মানে একাউন্টেবিলিটি। অরবিন্দ ও দায়িত্ব (একাউন্টেবিলিটি) কখনই একসঙ্গে চলতে পারে না।' সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, 'ক্ষমতা, মদ ও আইএনডিআই জোটের জন্য এখন খারাপ আবহাওয়া। তাই অরবিন্দ এদিক ওদিক ছুটছেন।'

প্রসঙ্গত, আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি, কিন্তু বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়ে দেন, ইডি-র পাঠানো সমন অবৈধ। এরই প্রেক্ষিতে কেজরিওয়ালের সমালোচনা করলেন সম্বিত। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আরও বলেছেন, 'বেশ কিছু নেতা মদ কেলেঙ্কারি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, আবার কিছু নেতা আছেন যারা ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে মজা করেছেন এবং তার পরে মিছিল করছেন। সে বিষয়েও তাদের উন্মোচন করতে হবে।'

শ্রীনগরে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু একজনের

শ্রীনগর, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : শ্রীনগরের শালতেং এলাকায় গ্যাস লিকে করে শ্বাসরোধ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এক ব্যক্তি তার ঘরে গ্যাস হিটার থেকে নির্গত গ্যাসের কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত পারভেজ শেখ কুপওয়ারার লেথারওয়ান এলাকার বাসিন্দা। তিনি শ্রীনগরে একটি ভাড়া ঘরে থাকতেন। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, পুলিশ বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে এবং প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শ্বাসরোধে তার মৃত্যু হয়েছে।

অভিষেকে দারুণ পারফরম্যান্সের পরই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষ শাহজাদের

পার্থ, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাকিস্তান হেরেছে।কিন্তু এই টেস্টে পাকিস্তানের সামান্য যা কিছু উজ্জ্বল দিক ছিল, তাহল খুররাম শাহজাদের বোলিং।

পুঞ্চে সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে জঙ্গি হামলায় নিহত ৩ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার জঙ্গিরা জম্মুর পুঞ্চ এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলায় তিন সেনা শহীদ ও তিনজন আহত হয়েছেন। সেনারা পাল্টা জবাব দেয়, এর পরেই জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। বর্তমানে অভিযান চলছে।প্রকৃতপক্ষে, পুঞ্চ পুলিশ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী বুধবার রাতে একটি গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নিয়েছিল, যার পরে ২০ ডিসেম্বর রাত থেকে সাধারণ এলাকা ডেরা কি গালি (ডিকেজি), থানামান্ডি, রাজৌরিতে একটি অভিযান চালানো হয়েছিল। এরই মধ্যে সন্ত্রাসীরা জম্মুর পুঞ্চের বাফলিয়াজ এবং থানামান্ডি রোডের মধ্যে দুটি ভারতীয় সেনা গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় তিন সেনা শহীদ ও তিনজন আহত হয়েছেন।এই সন্ত্রাসী হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, গতকাল গভীর রাতে শুরু হওয়া অভিযানের পর আজ কয়েক ঘণ্টা আগে জঙ্গিদের হদিশ পেয়েছে সেনা। বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক ৩ টে ৪৫ মিনিট নাগাদ, সৈন্যদের বহনকারী দুটি সেনাবাহিনীর গাড়ি অপারেশনাল সাইটের দিকে যাওয়ার সময় জঙ্গিরা তাদের উপর গুলি চালায়। এর পর ভারতীয় সেনারা পাল্টা জবাব দেয় এবং এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ। চলমান এই অভিযানে তিন সেনা গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে অভিযান চলছে এবং আরও তথ্য নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বীরজিৎ

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বিধায়ক বলেন, যাদের হাতে দলের ক্ষমতা রয়েছে তারাই সেটা জানান। একপ্রকার নাম না করে বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দিকেই আঙ্গুল তুললেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি আরো বলেন "তাঁরা অনেক দল ঘুরে এসেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, আমি তো এক জায়গাতেই আছি, তাই দলের বিষয়ে তারাই ভালো বুঝবেন"।কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েও দল সম্পর্কে বিধায়ক বিরজিত সিনহার এহেন মন্তব্যে রাজ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

শিশু

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু আরেকজন নেই। বাচ্চাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন।

রতন লাল

● প্রথম পাতার পর

লাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সত্যেন্দ্র সিং সহ অন্যান্যরা।এইদিনের অনুষ্ঠানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের পাশাপাশি সাধারন মানুষের উপস্থিত ছিল লক্ষ্যনীয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, রাজ্যের পূর্বতন সরকারের তুলনায় বর্তমানের সরকারের সময়ে মানুষের অর্থনৈতিক শ্রী বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারের পথ চলা শুরু হয়েছে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে।২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজ্যের সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়ে টাকা জমা ছিল ২৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। বর্তমানে রাজ্যের সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়ে মোট টাকা জমা রয়েছে ৩৭ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা। তার থেকে বোঝা যায় রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক ন্নয়ন হয়েছে বলেই ঋনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, সিডি রেশিও-র ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরার আগে রয়েছে কয়েকটি রাজ্য। তবে গর্বের বিষয় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কর্মরত ৮৫০ জন কর্মীর মধ্যে ৮০০ জন ত্রিপুরা রাজ্যের। তা থেকে বোঝা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে দক্ষতা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বড়মুড়া ইকোপার্কের করুণ দশা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে, অভিযোগ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ডিসেম্বর।। আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে পথ চলা শুরু হয়েছিল বড়মুড়া ইকোপার্কের। কিন্তু সেই স্বপ্ন ইতিমধ্যে ছারখার হয়ে যাওয়ার উপক্রম। স্বপ্ন ছিল অনেক, আশা ছিল ক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে এই বড়মুড়া ইকোপার্ক এক সময় গোটা তেলিয়ামুড়াকে রাজ্য তথা দেশের পর্যটন মানচিত্রে বিশেষস্থানে আসীন করবে।

কিন্তু বাস্তবটা অন্যরকম। প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুনত্বের অভাবে বর্তমানে এক প্রকার গরিমা হারাতে বসেছে হাতাই কতর বা বড়মুড়া ইকোপার্ক। প্রতিবছরই তেলিয়ামুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটন প্রেমীরা বিশেষ করে শীতের মরশুমে প্রাকৃতিক পরিবেশে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রিয়জনদের সাথে, পরিবার-পরিজনদের সাথে এই হাতাই কতর ইকোপার্কে ভ্রমণ করতে আসেন ব্যাপক সংখ্যায়।

তবে বর্তমানে শীতের মরশুম শুরু হলেও বড়মুড়া ইকোপার্কে পর্যটন প্রেমী বা ভ্রমণ বিলাসীদের আনাগোনা নেই বললেই চলে। এর কারণ হিসাবে অনেকেই এখন পর্যন্ত তেমনভাবে শীত জাঁকিয়ে না পড়ার বিষয়টাকে সামনে আনার চেষ্টা করলেও কারণটা কিন্তু অন্য জায়গায় লুকিয়ে আছে বলে মনে করছেন একাংশ ভ্রমণপিপাসু লোকজন। তাদের অভিযোগ, এই বড়মুড়া ইকোপার্কের দায়িত্বে থাকা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অনেকটাই দায়সাড়া ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে হাতাই কতরে নেই কোনও নতুনত্বের ছাপও। যার ফলেই ধীরে ধীরে এই পার্কের গ্রহনযোগ্যতা কমছে।

মুখ্যমন্ত্রীর শোক

● প্রথম পাতার পর

সিন্থেসাইজার বাদক তথা বরিষ্ঠ শিল্পী সুভাষ দেবনাথের আকস্মিক প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। আমি প্রয়াতের বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি। রাজ্যের সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নিয়ম বর্হিভূতভাবে কর্তার স্ত্রী-র চাকরি, কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিয়ম বর্হিভূতভাবে নিজের স্ত্রীকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এসএসসি-র পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যান শেখ সিরাজুদ্দিন। ওই মামলায় অভিযুক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে আগেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এবার এই ঘটনায় কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।বৃহস্পতিবার আদালতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে, পাশ না করে কীভাবে চাকরি পেলেন? সব জেনেও চুপ করে ছিলেন কেন? কী লুকোতে চেয়েছিলেন?" উত্তরে কমিশনেব তরফে আইনজীবী হাতজোড় করে ভুল স্বীকার করে নেন। সিআইডি তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিচারপতিকে।আদালত সূত্রে জানা গেছে, এসএসসি-পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যান শেখ সিরাজুদ্দিনের স্ত্রী জাসমিন খাতুন ২০১১ সালে নিয়োগের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে সেই প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। অভিযোগ, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ২০১৯ সালে ২০১৫ সালের পুরনো প্যানেল থেকেই জাসমিনকে চাকরি দেওয়া হয়।এবিষয়ে সম্প্রতি এসএসসির কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। ওই ঘটনায় মামলা গড়ায় আদালতেও। বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতি বসু এসএসসি-র পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যান শেখ সিরাজুদ্দিন সম্পর্কে কড়া পর্যবেক্ষণ জানান।বিচারপতি বলেন,, স্বজন পোষণের অভিযোগ উঠেছে, তাই আর ওই পদে থেকে কাজ করা উচিৎ নয় সিরাজুদ্দিনের। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ বলেও এদিন এজলাসে মন্তব্য করেন বিচারপতি।এ ব্যাপারে সিআইডিকে দ্রুত তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জাম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আগামী ২২ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

রাস্তা আটকে কেক বিতরণের আর্জি খারিজ কলকাতা হাইকোর্টেও

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাস্তা আটকে বড়দিনের কেক বিতরণের অনুষ্ঠানের আর্জি বৃহস্পতিবার খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টও।রাস্তা আটকে বড়দিনের কেক বিতরণের অনুষ্ঠানের কথা শুনে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের পর্যবেক্ষণ, "বড়দিন এই রাজ্যের অনুষ্ঠান নয়। করতে হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে করুন।"

আদালত সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভা এলাকার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের উদ্যোগে ক্লাব উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের দিন কেক বিতরণের অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। মালা রায় সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরও উপস্থিত থাকার কথা।

উদ্যোক্তাদের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার আদালতে বলেন, 'যোধপুর পার্কে একটা বিশেষ সক্ষমদের স্কুল রয়েছে। একটা হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে বড়দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। কেক বিতরণ করা হবে। গত দু ধরে এটা করা হচ্ছে।'আদালত সূত্রের খবর, রাস্তা আটকে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা নিয়ে আগেই আপত্তি জমা পড়েছিল আদালতে। এমন জায়গায় বড়দিনের অনুষ্ঠানে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন প্রজ্ঞা সেন নামে এক মহিলা। তারপরও এই ধরনের আবেদনের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তা খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি।

মন্ত্রী ঢুকতেই সভাস্থল ছাড়লেন দলের কিছু কর্মী, শোরগোল বসিরহাটে

উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): মন্ত্রী ঢুকতেই সভাস্থল ছাড়লেন দলের একাংশ কর্মী। ঘটনার জেরে শোরগোল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে।লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বসিরহাটের টাউন হলে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হচ্ছিল। রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু ও পার্থ ভৌমিক সেখানে পৌঁছতেই সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান হাড়োয়া ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, প্রধান সহ প্রায় ২৫ জন।দলীয় সূত্রের খবর, মঞ্চে হাড়োয়া ব্লকের কোনও নেতৃত্বকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। তাঁদের মঞ্চের নীচে বসতে দেওয়া হয়েছিল। তারই জেরে অপমানিত বোধ করে সভা ছাড়েন হাড়োয়া ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি সহ অন্যরা। বিষয়টি পৌঁছয় মন্ত্রীদের কানেও।এরপরই বিক্ষুদ্ধদের সঙ্গে কথা বলেন দুই মন্ত্রী। তাঁদের পাঁচজনকে পরে নিজের দফতরে ডেকে পাঠান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। দলের স্থানীয় সূত্রের খবর, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মিনাখার বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি। মিনাখার সঙ্গে হাড়ায়ো ব্লকের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। তারই বর্হিপ্রকাশ এদিনের মঞ্চে হয়েছে বলে জানা গেছে।বিক্ষুব্ধরা এ ব্যাপারে সরাসরি সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। তবে একান্ত আলাপচারিতায় তাঁরা জানিয়েছেন, "দলের মিটিং ছিল। অথচ ব্লকের কাউকে মঞ্চেই ডাকা হল না। ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার জন্য এমনটা করা হয়েছে। তাই দলের মন্ত্রীরা ঢোকার পর তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই সভাস্থল ছাড়ি।"গোটা ঘটনায় দলের কোন্দল ফের সামনে এল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। যদিও এ ব্যাপারে বৈঠকের শেষে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, "দল বড় হয়েছে। সেখানে মান অভিমান থাকতেই পারে। আমরা সকলে এক জায়গায় বসে আবার সব ঠিক করে নেব।"

ফিরে দেখা ২০২৩
শিরোনামে ১০ ভারতীয় কন্যা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঘরে-বাইরে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে ছুটে বেড়াচ্ছেন মহিলারা। রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, ব্যবসা, খেলাধুলাসর্বত্র অর্ধেক আকাশ। কখনও জয়জয়কার, কখনও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এই বছর খবরের শিরোনামে আসা এরকমই কয়েকজনের কথা।

১. নির্মলা সীতারমণ বিশ্বের প্রভাবশালী মহিলাদের তালিকায় স্থান পেলেন দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ফোর্বসের সদ্যঘোষিত ওই তালিকায় ৩২ নম্বরে রয়েছেন নির্মলা। ২০১৯ সালে দেশের প্রথম পূর্ণ সময়ের মহিলা অর্থমন্ত্রী হন তিনি। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে বিবিসি ওয়ার্লড সার্ভিস ও ব্রিটেনের এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনে যুক্ত ছিলেন। ফোর্বস উল্লেখ করেছে, তিনি মহিলা জাতীয় কমিশনের সদস্যও।

২. রোশনি নদর মালহোত্রা নির্মলা ছাড়াও তালিকায় স্থান পেয়েছেন এইচসিএল কর্পোরেশনের সিইও রোশনি নদর মালহোত্রা। রোশনি World 100 Most Powerful women তালিকায় ৫৩-তম স্থান পেয়েছেন। ৪১বছর বয়সী রোশনি এইচসিএল টেকনোলজিসের শীর্ষ পদে বসা মহিলা। ব্যবসায়িক পরিবারে বেড়ে ওঠা তাঁর। এইচসিএলের প্রতিষ্ঠাতা শিব নাদারের একমাত্র কন্যা তিনি। নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির স্নাতক রোশনি কেলগ স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ পাশ করেছেন।রোশনিও ২০২০ সালে বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে দায়িত্ব পেয়েছেন তা দারুণ সফল ভাবে পালন করে চলেছেন।

৩. সোমা মন্ডল- স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারপার্সন ৫৯ বছরের বঙ্গতনয়া সোমা তালিকায় ৬৭-তম স্থান পেয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওই সংস্থার প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন তিনি। রৌরকেল্লার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সোমা ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিতে কর্ম জীবন শুরু করেছিলেন। ন্যালকোর বাণিজ্যিক ডিরেক্টরের পদে আসীন হন। ২০১৭ সালে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় যোগ দেন। ২০২১ সালে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সোমা মন্ডল। সোমার নেতৃত্বে রেকর্ড অর্থনৈতিক উন্নতির মুখ উন্নতি দেখেছে SAIL।

৪. বায়োকনের প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার-শ।

তালিকায় ৭৭-তম স্থান পেয়েছেন ৬৯ বছর বয়সী এই মহিলা ব্যবসায়ী। কিরণ মজুমদার শ বায়োকন লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ১৯৭৮ সালে সংস্থা তৈরি করেছিলেন কিরণ। ফোর্বস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী কিরণকে দেশের অন্যতম ধনী স্বনির্ভর মহিলা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়ের নিরিখে কিরণের বায়োফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাই ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ১৯৮৯ সালে 'পদ্মশ্রী' এবং ২০০৫ সালে পান 'পদ্মভূষণ'-এ ভূষিত হয়েছেন কিরণ।

৫. সাবিত্রী জিন্দাল ঘরের চৌহদ্দিতে সন্তান-সন্ততি নিয়েই ছিল জীবন। চৌকাঠের বাইরে পা রেখে ব্যবসা সামলানোর কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। সংসার সামলাতে সামলাতে কখন যে চৌকস ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন তা আজও ভেবে পাননা দেশের ধনীতম মহিলা সাবিত্রী জিন্দাল। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্সের রিপোর্ট বলছে, এ বছর ওপি জিন্দল গোষ্ঠীর কর্ণধার সাবিত্রীর সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণ আম্বানি-আদানি তো দূর, উইপ্রোর মালিক দেশের ধনীতম ব্যক্তি আজিম প্রেমজির থেকেও বেশি। বর্তমানে দেশের ধনীতম মহিলাদের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন সাবিত্রী জিন্দাল। বিলিয়নিয়ারদের তালিকায় নাম রয়েছে তাঁর। শুধু তাই নয়, গত কয়েক মাসে লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্সের রিপোর্ট বলছে, ৭৩ বছরের সাবিত্রী জিন্দলের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৮৩০ কোটি ডলার ছুঁয়েছে। এ বছর দেশের ধনীতমদের তালিকায় তিনিই শীর্ষে, কারণ উইপ্রোর শেয়ারে পতন হওয়ার পর সাবিত্রী জিন্দলের সম্পত্তি বৃদ্ধির পরিমাণই বেশি।

৬. রাধা ভেম্বু দৃপ্ত মুখ ও উজ্জ্বল চোখদুটি বলে দেয় ইনি সাধারণ কেউ নন। মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রম মিলেমিশে গেছে এনার শিরায় উপশিরায়। আইআইটির প্রাক্তনী এই মহিলা এখন দেশের তৃতীয় ধনীতম। ইনি দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে নিজের চেষ্টায় ধনসম্পদ অর্জন করা যায়। কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই একাই আস্ত ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন ইনি। দেশের প্রভাবশালী ও ধনীতম নারীদের মধ্যে সসম্মানে প্রথম স্থানটি ইনিই ধরে রেখেছেন।

নাম রাধা ভেম্বু। জোহো কর্পের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা রাধা ভেম্বুর নাম আগেই শুনেছেন। বহুজাতিক সফটওয়্যার সংস্থা জোহো কর্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধা ভেম্বু ও তাঁর ভাইয়েরা। এই সংস্থার সবথেকে বড় স্টেকহোল্ডার হলেন রাধা। আর এই থেকেই তাঁর আয় আকাশ ছুঁয়েছে। এখন তিনি দেশের তৃতীয় ধনী মহিলা।

ভারতের নারীশক্তিদের কথা যদি বলা যায়, তাহলে রাধা ভেম্বুর নাম আসবেই। নিজের ক্ষমতা ও পরিশ্রমে সবথেকে ধনী মহিলা ইনিই। শোনা যায়, তৃণমূল স্তর থেকে কোটিপতির এই যাত্রায় তাঁর কোনও গডফাদার ছিল না। সবটাই করেছেন নিজের চেষ্টায়। ফোর্বসের রিয়েল টাইম রিচ লিস্ট অনুযায়ী, ভেম্বুর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৬ হাজার কোটিরও বেশি।

৭. মহুয়া মৈত্র ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার মামলায় মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ হল লোকসভায়। মহুয়ার বন্ধু তথা শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানি এবং প্রাক্তন প্রেমিক জয় অনন্ত দেহাদ্রাইয়ের দাবির ভিত্তিতেই লোকসভার এথিক্স কমিটি কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সাংসদকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন লোকসভায়। অন্যদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠার পরেই নিশিকান্ত এবং জয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন মহুয়া।

জয় এবং নিশিকান্তর অভিযোগ ছিল, মহুয়া তাঁর লোকসভার লগইন ক্রেডেনশিয়ালস তুলে দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির হাতে। তাঁর হয়ে হীরানন্দানিই আদনি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একের পর এক প্রশ্ন তুলতেন। তার বদলে মহুয়াকে দামি বিদেশি ব্র্যান্ডের মেকআপ, বিদেশ ভ্রমণের খরচ, এমনকী নগদ টাকাও ঘুষ হিসেবে দিয়েছিলেন ওই শিল্পপতি। এ বিষয়ে মহুয়ার সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন জয় এবং নিশিকান্ত। তাঁরা আরও জানান, এই চুক্তির ভিত্তিতেই আদানি গোষ্ঠীর পিছনে হাত ধুয়ে পড়েছিলেন মহুয়া। তাঁকে দিয়ে দর্শন লোকসভায় বিভিন্ন প্রশ্ন করাতেন বলেও দাবি করেন এই দুজন।

৮. সাহানা বাজপেয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ব্রিটেনের প্রথম ডক্টরাল থিসিস জমা দিলেন শিল্পী সাহানা বাজপেয়ী। নিজের সাঙ্গীতিক চর্চা এবং পারফরম্যান্স বজায় রেখে, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে বাংলা পড়ানোর দায়িত্ব সামলে গবেষণার কাজ শেষ করা খুব সহজ কথা নয়। সেটাই করে দেখালেন সাহানা।লন্ডনের কিংস কলেজে এথনোমিউজিকোলোজি-তে পিএইচডি করছিলেন তিনি। বিগত চার বছরের নিবিড় গবেষণার বিষয় ছিল- রবীন্দ্রসংগীত : দ্য পলিটিক্স অফ পারফরম্যান্স।সামাজিক মাধ্যমে নিজেই এই সুখবর শেয়ার করেছেন সাহানা। তিনি লিখেছেন, গত ৪ বছরে তিনি বিবিধ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। হারিয়েছেন মাকে। থিসিস জমা দেওয়ার পর সাহানা স্মরণ করেছেন শেষ সময়ে মায়ের বলা কথাটি, "শেষ করতে পারবি তো, হটি?"

৯. রিচা ঘোষ দীর্ঘ ১৮ বছর পর ভারতের জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের হয়ে টেস্ট অভিষেক হল কোনও বাঙালির । ২১ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতীয় দলের প্রথম এগারোয় জায়গা পাওয়ায় অভিষেক হল শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ হচ্ছে। এদিন মহিলা বিসিসিআইয়ের তরফে এক্স হ্যাণ্ডেলে এ কথা জানানো হয়।

এর আগে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছিলেন রুমেলি ধর। ২০০৫ সালের ২১ নভেম্বর তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়। ঠিক ১৮ বছর পর ২০২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর মহিলাদের টেস্ট ক্রিকেট ফরম্যাটে এবার অভিষেক হল রিচা ঘোষের। আর রিচা দলে জায়গা করে নিতেই উচ্ছ্বসিত তাঁর পরিবার, কোচ থেকে ক্রিকেট অনুরাগী সবাই।

এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের পর বাড়ি ফিরতেই রিচাকে ঘিরে মেতে উঠেছিল সারা শিলিগুড়ি শহর। বাংলাদেশ সফরে বাদ পরার পরেও নিজের প্রশিক্ষণে আরও বেশি জোর দিয়েছিল রিচা। ফলস্বরূপ এশিয়ান গেমসের দলে সুযোগ পেতেই ভালো পারফর্ম করেন তিনি। টি-টোয়েন্টি, ওয়ান ডে-র পর এবার টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হল রিচার।শিলিগুড়ি থেকে পাপালি অর্থাৎ ঋদ্ধিমান সাহার পর আর এক খেলোয়াড় জাতীয় ক্রিকেট দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এতে উচ্ছ্বসিত শহরবাসী।

১০. সুতীর্থা ও ঐহিকা আঁদ্রে আগাসির আত্মজীবনী কি পড়েছেন বাংলার দুই বীরাঙ্গনা, সুতীর্থা ও ঐহিকা? চিনের গুয়াংজু এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতে ফিরেছেন বাংলার টেবল টেনিসের দুই সেরা প্রতিভা। চিনের প্রতিযোগীকে হারিয়ে পদক জিতেছেন নৈহাটির দুই বঙ্গতনয়া। দুই তরুণীও জেগেই স্বপ্ন দেখেছেন, আর নিভৃতে লড়াই করে এগিয়ে গিয়েছেন।

ঐহিকা এখনও জাতীয় সিনিয়র খেতাব জেতেননি। কিন্তু তাঁর ঝুলিতে আন্তর্জাতিক পদকের সম্ভার। সুতীর্থার অতীত আরও বেশি কন্টকাকির্ণ। তাঁর নামে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ ছিল। একটা সময় ঘর বন্ধ করে কাঁদতেন। সারা টেবল টেনিসমহল একঘরে করে দিয়েছিল তাঁকে। সেই জায়গা থেকে নিজের ক্ষমতাবলে ফিরে এসে দেশের একনম্বর টিটি তারকা হয়েছেন।

বৈধ অনুমতি নেই ! দুর্গাপুরে এসবিএসটিসি বাস আটকে বিক্ষোভ বিজেপির যুব মোর্চার

দুর্গাপুর, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) দুষণ ছাড়পত্র সহ বৈধ অনুমতি নেই। আর সেই অভিযোগ শহরের প্রানকেন্দ্রের বাসস্ট্যান্ডে দক্ষিনবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার (এসবিএসটিসি) বাস আটকে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির যুব মোর্চা। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর সিটি সেন্টার। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযোগ অস্বীকার করেছে এসবিএসটিসি।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে দুর্গাপুর শহরে একের পর এক নারি নির্যাতনের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে শহরের আইনশৃঙ্খলা। এছাড়াও দুর্গাপুর ফুলঝোড়ে রঘুনাথ মুর্মু আদিবাসী স্কুলে এক আবাসিক ছাত্রের সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনায় সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার ওইসব অভিযোগ তুলে, একগুচ্ছ দাবীতে দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় বিজেপির যুব মোর্চা। এদিন দুর্গাপুর সিটিসেন্টার বাসস্ট্যান্ডে জমায়েত হয় যুবমোর্চার কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে উপরাষ্ট্রপতির মিমিক্রি করে অপমান করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এদিন ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদের কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তারপর আচমকায় এসবিএসটিসি বাস আটকে বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপির যুব কর্মীরা। চালককের কাছে বৈধ কাগজ পত্র দেখানোর দাবী করে। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিজেপির বর্ধমান জেলা যুব সভাপতি প্রদীপ মন্ডল বলেন,' দুর্নীতির আঁতুড় ঘর রাজ্য পরিবহন নিগম। কয়েকদিন আগে কয়েক কোটি টাকার টিকিট বিক্রির তছরূপের অভিযোগ। টিকিট বিক্রিতেও দুর্নীতি হয়েছে। এছাড়াও সরকারি বাসে পলিউশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তবুও রিনিউ না করিয়ে চলছে। এমনকি রেজিষ্ট্রশন ছাড়াও বেশ কিছু এসবিএসটিসি বাস রুটে চলছে। এসব সরকারি বাসে দুর্ঘটনা হলে, তার দায় কে নেবে। তাই বাস আটকে বিক্ষোভ হয়েছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে এসবিএসটিসির চেয়ারম্যন সুভাষ মন্ডল বলেন,' বিজেপি নির্বোধের মত আন্দোলন করেন। প্রতিদিন ফিটনেস দেখে ডিপো থেকে বাস বের করা হয়। এছাড়াও পরিবহন আইন মেনে বাস চলে।'বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' দুর্গাপুর শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নেই। একের পর ধর্ষনের ঘটনায় আতঙ্কিত শহরবাসী। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। সরকারি অনুদানে চলা আদিবাসী স্কুল পরিকাঠামো নেই। নোংরা ঝোঁপ জঙ্গলে স্কুল চলে। যার জেরে এক পড়ুয়ার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। তার প্রতিবাদে আজকে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটশন দেওয়া হয়েছে। রাতের শহরে পুলিশ টহল বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে।

নীতি আয়োগ

● আটের পাতার পর

খোলা হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলটি এলাকার সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী ছাড়াও শংসাপত্র তুলে দেন। এরপর নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলটি জেলার পূর্ণজয়পাড়া উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধিদলের বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ এদিন জেলার দুদুমিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সাধ ভক্ষণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলের পরিদর্শনের সময় ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩ দোকান

● প্রথম পাতার পর

দৃশ্য দেখতে পায়। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে দমকলবাহিনীকে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দোকানের মালিক। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে দোকানগুলো সম্পূন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।তিনি আরো জানিয়েছেন,কিন্তু আগুন লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রাথমিক ধারণা বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

াঙ্গন

PRESS NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Udaipur Municipal Council, the undersigned hereby invites the sealed tender in prescribed format, from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway /Other State PWD up to 3.00 PM. on 08.01.2024 and the time & date of opening of tender at 4.00 P.M on 08.01.2024 if possible for the following works. if any bidders are interested, he/ she may downloading and bidding from https://tripuratendets.gov.in at cost of Tender form Rs. 1000/- only. Other necessary details can be seen in the office hours of the undersigned.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No.04/DNIT/UMC/UDP/2023-24	3,57,724.00	7,154.00	03 (Three) Months
2	DNIT No.05/DNIT/UMC/UDP/2023-24	3,50,930.00	7,019.00	02 (Two) Months
3	DNIT No.09/DNIT/UMC/UDP/2023-24	3,88,186.77	7,764.00	03 (Three) Months
4	DNIT No.10/DNIT/UMC/UDP/2023-24	3,61,277.00	7,226.00	03 (Three) Months

ICA/C-3725/23

Chief Executive Engineer
Udaipur Municipal Council
Udaipur, Gomati District, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO, EE-IED/PWD/AGT/71/2023-24 dated 19/12/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/102/2023-24	₹ 5,15,373.00	₹ 10,307.00	21 twenty one) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/88/2023-24 (2nd call).	₹ 6,14,782.00	₹ 12,296.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 08/01/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 08/01/2024, if possible. For more details kindly visit: https:// tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https: / /tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-3722/23

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/EE/WR-III/UDP/2023-24 DATE: 18.12.2023

SL. NO.	Name of Work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	SH: Laying of PVC Distribution Pipelines in four different locations at Bagabasa, Karaiya Mura,Pashim Khupilong, Barabaiya of Tepania Block Area/ Group-I DNIeT No. 24/SE/ WRC-III/UDP/DNIeT/2023-24	35,86,483.00	71,730.00	1000.00	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 10.01.2024	At 16.00 Hrs on 11.01.2024 (if possible)	Appropriate Class
2	SH: Construction of Pump House in four different locations under WR Sub Division- II, Udaipur/ Group -I. DNIeT No. 67/EE/ WR-III/UDP/DNIeT/2023-24	20,83,176.00	41,664.00	1000.00	06 (Six) Months			
3	SH: Construction of Pump House in four different locations under WR Sub Division- II, Udaipur/ Group -II. DNIeT No. 68/EE/ WR-III/UDP/DNIeT/2023-24	20,83,176.00	41,664.00	1000.00	06 (Six) Months			
4	SH: Laying of PVC Distribution Pipelines in two different locations at South Bagma of Tepania Block Area & Anantadhum of Kakraban Block Area/Group-II. DNIeT No. 69/EE/ WR-III/UDP/DNIeT/2023-24	19,36,811.00	38,736.00	1000.00	06 (Six) Months			
5	Mtc. of PWD (WR) Division Office Building & Gumti Barraige sub division office building at Kailarnath, Udaipur during the year 2023-24. DNIeT No. 70/EE/ WR-III/UDP/DNIeT/2023-24	9,45,934.00	18,919.00	1000.00	03(Three) Months			
6	Mtc. of channel of Kachigang Diversion Scheme at West Khupilong of West Khupilong GP under Tepania Block, Udaipur / SH: Brickwork plaster, PCC etc. during the year 2023-2024. DNIeT No. 71/EE/ WR-III/UDP/DNIeT/2023-24	4,93,814.00	9,876.00	1000.00	03(Three) Months			

N.B.: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.1, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours. The Bid Forms and other details including online activities should be done in the •-procurement portal: https:/ Atripuratenders.goy.in

For & on behalf of the Governer

ICA/C-3717/23

(Er. M Mog)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from enlisted and bonafide and experience contractors/Firms/Agencies of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class having experience in similar nature of work:-

Sl No.	Name of work	Location	Estimated cost	Earnest money	Time allowed
1.	Maintenance of recreation hall/ Canteen of SB HQr,Agartala.	SB Head Quarter, Agartala, West Tripura.	Rs. 1,38,614/-	3,465/-	25 days
2.	Renovation of 2(two) Nos. toilet block situated in the ground floor and 1st floor in the SB office main building,Agartala.	SB Head Quarter, Agartala, West Tripura.	Rs. 1,18,209/-	2,955/-	25 days
3.	Construction of bike stand behind the main building of SB office,Agartala	SB Head Quarter, Agartala, West Tripura.	Rs. 3,19,248/-	7,981/-	25 days

A copy of the Tender Notice may be obtained on free of cost from office of the undersigned on or before 30/12/2023 on any working day during office hours. The closing date & time of the Tender Notice is 1630 hours on 01/01/2024.

(Krishnendu Chakravertty, IPS),
DIGP (Int.) & SP (SB),
Tripura, Agartala.

ICA/C-3713/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-XXIII/EE/RDUD/G, 2023-2024 DATED- 12.

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 30-12-2023 for the following work-
1. Procurement and supply of specified river sand for mortar/concrete and black sand for trench/ plinth filling at various worksites under Matabari /Kakraban/ Killa/Tepania R D Block under Gomati District.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.divisio: il.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3708/23

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

MORANDUM

In reference to RFP vide No.F. 13(108)-RD/TRLM/2022/11094 dated 05.10.2023 and Corrigendum vide No.F.13(108)-RD/TRLIM/2022/14832-38 dated 14.12.2023 for "Hiring of State Technical Support Agency (STSA) for DDU-GKY under TRLM, the last date for submission of Bid is hereby extended for another 10 days till 30.12.2023 upto 3:00 PM.
All others Terms & Conditions shall remain same.

ICA/C-3706/23

Signed by Brahmneet Kaur
Tripura Rural Livelinood Mission

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে টানা জয় জুয়েলস ও ক্রিকেট অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। সুপার ফোরে খেলা এ বছরের জন্য অধরাই থেকে যাচ্ছে। তবুও গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে দুই দল জুয়েলস কোচিং সেন্টার ও ক্রিকেট অনুরাগী এবারকার মরসুম শেষ করেছে। খেলা সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। তবে শেষ দিকে টানা দুই ম্যাচে জয় দু"দলের কাছেই পরবর্তী সময়ের জন্য অনেকটাই আশাপ্রদ।

নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় জুয়েলস কোচিং সেন্টার ৩ উইকেট এর ব্যবধানে দশমী ঘাট কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করেছে। টস জিতে জুয়েলস প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে দশমী ঘাটকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। দশমীঘাট ৫৬ রানে ইনিংস শেষ করলে জুয়েলস ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের পক্ষে ক্রীশ ভৌমিক ৮ রানে ৬ উইকেট দখল এবং ১৯ রান সংগ্রহ করে করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দিনের অপর খেলায় ক্রিকেট অনুরাগী ৫ রানের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে। মৌচাক কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে। টস জিতে ক্রিকেট অনুরাগী প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৭ ওভারে ১১৬ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে মৌচাক কোচিং সেন্টার এক বল বাকি থাকতে ১১১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। মৌচাকের অঙ্কিত দেবনাথ ১৫ রানে চারটি এবং অনুরাগীর দেবরাজ মজুমদার ৩টি ও প্রিজেশ বিশ্বাস দুটি উইকেট পেলেও বিজয় যাদব ৩৬ রান সংগ্রহের সুবাদে ম্যাচের সেরার স্বীকৃতি পায়।

বিজয় মার্চেন্টের শেষ ম্যাচে মুম্বাইয়ের কাছেও ইনিংসে হারের শঙ্কায় ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। জয়ের মুখ দর্শন তো দূর অস্ত। মুম্বাইয়ের গড়া রানের পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ফের পর্যদস্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাই উজ্জ্বল। প্রথম দিনেই মুম্বাইয়ের ব্যাটার্সদের আস্ফালন ত্রিপুরার শিবির কে সঙ্গীন করে তুলেছে। শেষ ম্যাচে ত্রিপুরার অনূর্ধ ১৬ বালক ক্রিকেটাররা প্রথম দিনেই ব্যাকফুটে চলে এসেছে। খেলা বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেটের আসামের আমিনগাঁও গ্রাউন্ডে। টস জিতে মুম্বাই কাঙ্ক্ষিত চেহারায় প্রথমে ব্যাটের সিদ্ধান্ত নেয়। দিনভর ৯০ ওভার ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৫৩ রান সংগ্রহ করে নেয়। শতরান কারোর ব্যাট থেকে আসেনি। তবে চার চারটি অর্ধশত রানে সমৃদ্ধ মুম্বাইয়ের ইনিংস। ওপেনার দেবাংশ ত্রিবেদীর ৭২ রান, সূর্য সরণ এর ৬২ রান, হর্স উদয় গাইয়করের ৫৭ রান আগ্নেয় আদির ৫৬ রান এর পাশাপাশি অভিনব সাহার চল্লিশ রানও উল্লেখযোগ্য। সার্থক ভিদে ২১ রানে এবং নিকাশ নেরুরকর চার রানে উইকেটে রয়েছে। রাজ্য দলের নীতিশ কুমার সাহানি ও রিয়াদ হোসেন তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

অনূর্ধ ২৩ মহিলা জাতীয় টি-২০ : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	৭	৭	০	০	২.৯২২	২৮
হায়দ্রাবাদ	৭	৫	২	০	০.৯৭৮	২০
কেরালা	৭	৫	২	০	০.৪৭৬	২০
হরিয়ানা	৭	৪	৩	০	১.৪২৮	১৬
ওড়িশা	৭	৩	৪	০	০.৩১১	১২
ত্রিপুরা	৭	২	৫	০	-০.৬৪১	৮
জম্মু-কাশ্মীর	৭	২	৫	০	-০.৩৯৬	৮
অরুণাচল	৭	০	৭	০	-৫.৫৪৯	০

জাতীয় টি-২০ : শেষ ম্যাচ হেরেই ঘরে ফিরছেন ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেট দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।।শেষ ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ নিয়েই ঘরে ফিরতে হচ্ছে ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেটারদের। ৮ দলীয় গ্রুপ লীগের খেলায় দুটি ম্যাচে জয়-ই ত্রিপুরা দলের প্রাপ্তি বলা যেতে পারে। বৃহস্পতিবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে পরাজয়কে হিসেবে ধরলে ত্রিপুরার অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেট দলকে জাতীয় টি-টোয়েন্টি আসরে গ্রুপের পাঁচ ম্যাচেই হারতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবারের খেলায় টস জিতে উড়িষ্যা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে ওপেনার তন্ময়ী বেহারার ৪৩ রান, শুভ্র নির্ঝরিনীর ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার বোলার অন্বেষা দাস ৩২ রানে তিনটি, সেবিকা দাস দুইটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, পূজা দাস ও প্রিয়াংকা সাহা একটি করে উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান সংগ্রহ করতেই ত্রিপুরার পক্ষে সীমিত ওভার ফুরিয়ে যায়। পূজা দাস একটু ভালো ব্যাট করে ৪২ বলে ৫ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩২ রানে অপরাজিত থাকলেও অন্যদের, বিশেষ করে টেল এন্ডারদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ওপেনার অনামিকা দাসের কুড়ি রান, দলনেত্রী পূজা পালের দশ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। ওড়িশার বোলার শুভ্র নির্ঝরিনী তিনটি এবং সারদা মহানন্দ দুটি উইকেট পেয়েছে।

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com
website : www.gomatimilkunion.com
GMU/RECRUIT/BA/2023-24/ 4307_ Dated 21.12.2023

NOTIFICATION OF APPOINTMENT

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd., Tripura invites applications for the posts of SECOND CLASS BOILER ATTENDANT (BOILER ATTENDANTS' RULE-2011). Last date for receiving the application through e-mail/by post/courier is upto 12.01.2024. Date of interview, time and venue etc. will be communicated through e-mail/SMS only. No TA/DA will be paid. For detailed eligibility and other criteria etc. please visit www.gomatimilkunion.com or Notice Board of GCMPUL.

ICA/D-1466/23

(A Bhattacharya)
Chief Managing Director

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 18/EE/PWD (G)/ (R&B)/GNT/2023-24, Dt. 16 -12 -2023

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate / item-rate e-tender in single bid / bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following work:-
1. Name of Work: Construction of Motorstand at Gandatwisa under Gandatwisa Sub-division, Dhalai District, Tripura. /SH: Building portion including Internal Water Supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage Works.
DNIeT No. CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/39/2023-24
Estimated Cost: Rs. 4,66,45,633.00
Earnest Money: Rs. 9,32,913.00
Bid Fee: Rs. 8000.00
Time for Completion: 450 (Four Hundred Fifty) Days
Last date & time for online Bidding: 10 - 01 - 2024 up to 1500 Hrs
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal / tripuratenders.gov.in,

ICA/C-3727/23

Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

জিবি-কে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এডি নগর প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এডি নগর প্লে সেন্টার। সুপার ফোরে খেলা আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছিল। তবে গ্রুপ লীগের খেলায় অপরাজিত থেকে সুপার ফোরে পৌঁছানোর আনন্দটাই আলাদা। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ, বৃহস্পতিবার জিবি প্লে সেন্টারকে ৫৭ রানে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এডি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে নীলেশ সূত্রধর সর্বাধিক ৬১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকে। জিবি প্লে সেন্টারের রাজদীপ দেব ১১ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ২১.৪ বার খেলে ৬৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। এডি নগরের আবির ভট্টাচার্য ১৪ রানে তিনটি উইকেট পেয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছে। এছাড়া, তীর্থ চক্রবর্তীর পেয়েছে তিনটি উইকেট ১৯ রানের বিনিময়ে।

রাজদীপের ৫ উইকেট, শতদলকে হারিয়ে চাম্পামুড়াও সুপার ফোরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সম্ভব হয়নি। তবে গ্রুপ রানার্স হয়ে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার এবার সুপার ফোরে খেলবে। যদিও সুপার ফোরে খেলার বিষয়টা আগে থেকেই নিশ্চিত হয়েছিল। তবে গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে শতদল সংঘ প্লে সেন্টারকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চাম্পামুড়ার ছেলেরা নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৬৬ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিলে জবাবে চাম্পামুরার ওপেনিং জুটি তানিস্ক চক্রবর্তী ও রাহুল তামাং অপরাজিত থেকে ১০.৪ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। রাজদীপ দে পাঁচ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে জয় সহজ করে তুলে এবং ম্যাচের সেরা হয়। এছাড়া, অয়ন দেবনাথ ও শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী দুটি করে উইকেট পেয়েছে। তানিস্ক চক্রবর্তী ৫১ রানে অপরাজিত থেকে ভালো ব্যাটার্সের পরিচয় দেয়।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। দলগত এবং ব্যক্তিগত উভয় বিভাগেই ত্রিপুরার যোগাসন খেলোয়াড়রা দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে এবার। বালক বালিকা উভয় বিভাগে গ্রুপ যোগাসনে পাঁচটি করে রৌপ্য পদক পেয়েছে ত্রিপুরা দল। এছাড়া ব্যক্তিগত ইভেন্টে পূজা ভট্টাচার্য দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূজা ভট্টাচার্য ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শিক্ষার্থী। এদিকে, ইউনিভার্সেল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে দিল্লি গাজিয়াবাদ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অডিটোরিয়ামে গত ১৬ই ডিসেম্বর থেকে এক আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ত্রিপুরা থেকে ২৫ জন যোগা খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিল। ট্র্যাডিশনাল যোগাসন বিভাগে ত্রিপুরা দলের যোগা খেলোয়াড়রা সর্বমোট ২৩ টি পদক অর্জন করেছে। যার মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণপদক, সাতটি রৌপ্য এবং ১১ টি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। সাফল্য অর্জনকারী যোগা খেলোয়াড়দের আজ, বৃহস্পতিবার নলছড় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্লকের ভিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জহরলাল ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, গ্রাম প্রধান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএফ ক্যাম্প পরিদর্শন করে ডিজি

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় এখনও কিছু স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। ওই সব স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ত্রিপুরায় নানাভাবে উপকৃত হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব হবে। যা এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরায় দুইদিনের সফরে আসে আজ এনসি নগর বিএসঅফ ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল নীতিন আগরওয়াল। এদিন পরিদর্শনকালে বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন এবং ঘন ঘন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবেলায় জওয়ানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে তিনি বলেন, সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে লড়াই করতে বিএসএফ সক্ষম আছে। এনডিপিএস মামলায় তদন্তের জন্য আটক ব্যাক্তিকে স্থানীয় পুলিশ অথবা এনসিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে। বিএসএসফের দায়িত্ব হল নেশাসামগ্রী সহ নেশাকারবারিকে আটক করা.এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় এখন বৈরী আনাগোনা সক্রিয় নয়। ত্রিপুরায় এখনও কিছু স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। ওই সব স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ত্রিপুরায় নানাভাবে উপকৃত হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব হবে। যা এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।তাছাড়া, ওই সব স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে অন্য রাষ্ট্র থেকে অবৈধভাবে এসে যুবকরা এই রাজ্যে চাকরি নিতে পারবেন না। তাতে, ত্রিপুরায় বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং নেশার বাড়বাড়ন্ত অনেকটাই কমবে বলে মনে করেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, সীমান্তের এপারে-ওপারে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ হচ্ছে। সচেতনতার দিক দিয়ে সেগুলি দমনে বিভিন্ন টেকনোলজির সাহায্যে নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য নিয়ে সীমান্ত অপরাধ দমন করা চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রশাসন ও রাজ্যবাসীকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সচেতন করতে আজ রাজ্যব্যাপী মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের ৮টি জেলার ৪১টি স্থানে এই মহড়া সম্পন্ন হয়। ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় যৌথভাবে এই মহড়ার আয়োজন করে ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সিনিয়র কনসালটেন্ট মেজর জেনারেল সুধীর ভাল একথা বলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এই মহড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিকম্প মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্যবাসীকে প্রস্তুত রাখা। তাছাড়াও বিভিন্ন ত্রুটি অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করা। সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান যেমন- বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারি বাড়ি, বসতি এলাকা, বাজার, সেতু ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় এই মহড়া আজ সংঘটিত হয়। মহড়ায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর ছাড়াও আর্মি, আসাম রাইফেল, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, বিএসএফ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ ওএনজিসি, নেপকো, টিএনজিসিএল, ওটিপিসি, বিভিন্ন এনজিও, স্বেচ্ছাসেবীগণ সবাই অংশগ্রহণ করে।

তিনি আরও জানান, মহড়া চলাকালীন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা সরকারের ইনসিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন ও পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। মুখ্যসচিব রেসপন্স সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন যাতে দুর্যোগের সময় রাজ্য প্রশাসন আরও দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর জেনারেল শ্রীভাল আরও জানান, গত বছরও ত্রিপুরায় রাজ্যব্যাপী এধরনের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেসব ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে সেগুলিকে চিহ্নিত করে আগামীতে এগুলির উন্নতিকল্পে☛

গুরুত্ব দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ড় টি কে দেবনাথ ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ দাস।

রেল লাইনে মর্মান্তিক মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ডিসেম্বর।। আবারো রেল লাইনে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে ৮৫ বছর বয়সী প্রৌঢ়ের। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়ার লাখাই বাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে।

জনৈক পুলিশ অধিকারীর জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা নাগাদ স্থানীয়দের থেকে খবরের মাধ্যমে আসে লাখাই বাড়ি এলাকায় দয়াল কৃষ্ণ জমাতিয়া নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ময়নাতদন্ত পর মৃতদেহ পরিবার-পরিজনদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে যদিও মৃত ব্যাক্তির ছেলের দাবি, মৃত ব্যাক্তি প্রায় সময়ই অসুস্থ ছিলেন এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিলেন।

৪ দফা দাবিতে সরব টি এস ইউ'র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। গত ১৩ ডিসেম্বর জনজাতি ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় সঠিক তদন্ত সহ ৪ দফা দাবিতে সরব হয়েছে টি এস ইউ। আজ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা জানিয়েছেন, গত ১৩ ডিসেম্বর বিজয় কুমার স্কুলের সিয়ারী জামাতিয়া নামে অনঙ্গ মোহিনী এসটি হোস্টেলে থাকা ছাত্রী আত্মহত্যা করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় এখনও আত্মহত্যার সঠিক তদন্ত হচ্ছে না। তার কারণে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ১৫০ জন শিক্ষার্থী তাদের ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছে না। প্রায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে এখন শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনার কোনো ব্যবস্থা প্রশাসন করেনি। সুতরাং সঠিক তদন্ত এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা হোক। সংগঠনের আরও দাবি, প্রতিটি এসটি হোস্টেলে ওয়ার্ডেন এবং গার্ড প্রয়োজন। পাশাপাশি বৃত্তি উপজাতীয় কল্যাণ দপ্তরের ফর্ম পূরণের জন্য এনএসপি ওয়েবসাইট এখন খুব ধীরগতিতে এবং খুব খারাপভাবে কাজ করছে। এখনও ৫০ু এরও বেশি শিক্ষার্থী তাদের আবেদনপত্র পূরণ করতে পারেনি। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করা হোক।

তাছাড়া, ডে স্কলার এবং হোস্টেলারের পার্থক্য বিভ্রান্তি বিভাগকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিষ্কার করতে হবে। তাদের দাবি আগের বছর হোস্টেলারদের বৃত্তি গ্রহণ করা হলেও এখন তা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের যোগা উদযাপন

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর : শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স যোগা প্রতিযোগিতা উদযাপন করতে চলেছে। আর সেইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠান চ্যাম্পিয়ন তৈরির কর্মযজ্ঞেও শামিল হয়েছে।আগামী ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলা ত্রিপুরা যোগ দলের পাশে দাড়িয়েছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এই মাসেই অনুষ্ঠিত হতে চলা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই করা ত্রিপুরার যোগা দলকে সবরকম প্রস্তুতি নিতে সহযোগিতা করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।ত্রিপুরা যোগা দলের জার্সি, ভ্রমণ, আকস্মিক কোন দরকার সহ ১৫-২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কিত সব খরচই বহন করছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। আজ এই নিয়ে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন ছিল। উপস্থিত হয়েছিল যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী জাতীয় দলের সব বয়স ও ক্যাটাগরির ৪৭-সদস্যের দল এবং প্রশিক্ষকরা। এই দল যাতে দুর্গাপুরে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হতে পারে সেজন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স পুরো দলকে অফুরান শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাদের উৎসাহিত করে। এদিনের অনুষ্ঠানে ৬ জন নবনিযুক্ত জাতীয় বিচারক - অমল ভট্টাচার্য, সত্য ঘোষ, জয়দেব মজুমদার, চন্দনা দেব, মিতালী ভৌমিক এবং নন্দিতা বণিককে তাঁদের এই কৃতিত্বের জন্য বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই বিশেষ প্রেস প্রিভিউতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর ও ত্রিপুরা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপক সাহা এবং ত্রিপুরা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দিব্যেন্দু দত্ত।ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন,'দুর্গাপুরে হতে চলা জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দিতে চলা আমাদের রাজ্য দলকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এধরনের উদ্যোগের অংশ হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।' রূপক সাহা বলেন, 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এমনই এক প্রতিষ্ঠান যে শুধুমাত্র জুয়েলারি শোরুমের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে না থেকে যা সত্যিই আসলে সোনা তার উৎযাপন করে - সেই গুণের কদর করে। ত্রিপুরা যোগ দলের পাশে থাকার চেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সেদিকেই আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অপর ডাইরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'যোগা সবসময় আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে থাকে। আমরা ত্রিপুরার চ্যাম্পিয়ন যোগ অনুশীলনকারীদের পাশে থাকতে পেরে বিশেষভাবে আনন্দিত।' জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগীদের ভালো ফল করার শপথ নেওয়া ও উপস্থিত সবার শুভেচ্ছা তে অনুষ্ঠানটি আন্তরিক হয়ে উঠে।

সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার-২০২৩ পাচ্ছেন রাজ্যের কবি সোরোকখাইবম গম্ভিনী : মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

আগরতলা।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবছরের সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পাওয়ায় রাজ্যের কবি সোরোকখাইবম গম্ভিনীকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুরী ভাষায় 'য়াচঙবা নঙ হল্লো' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি এই পুরস্কার পাচ্ছেন। এই পুরস্কার ত্রিপুরাবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। তাছাড়াও জাতীয়স্তরে সাহিত্যক্ষেত্রে রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেছে এই পুরস্কার। উল্লেখ্য, সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার-২০২৩ পাচ্ছেন রাজ্যের কবি সোরোকখাইবম গম্ভিনী। মণিপুরী ভাষায় 'য়াচঙবা নঙ হল্লো' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এই পুরস্কার পাবেন। ১৯৭১ সালে কমলপুরে কবি সোরোকখাইবম গম্ভিনীর জন্ম। সংস্কৃত ভাষায় স্নাতকোত্তর কবি সোরোকখাইবম গম্ভিনী বর্তমানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। উল্লেখ্য, এবছর ২৪টি ভাষায় সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

ধলাই জেলা সফরে নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২১ ডিসেম্বর।। নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদল তিনদিনের সফরের শেষদিনে আজ অ্যাসপিরেশনাল জেলা ধলাই জেলা পরিদর্শন করেন। জেলা সফরের প্রথম কর্মসূচিতে প্রতিনিধিদলটি জেলার অ্যাসপিরেশনাল ব্লক গঙ্গানগর ব্লক পরিদর্শনে যান। গঙ্গানগর ব্লকের হেলিপ্যাডে প্রতিনিধিদলটিকে স্বাগত জানান ধলাই জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। উপস্থিত ছিলেন আমবাসা মহকুমার মহকুমা শাসক সঞ্জিত দেববর্মা ও গঙ্গানগর ব্লকের বিডিও লালফাক সাঙ্গা।

প্রতিনিধিদলটি গঙ্গানগর ব্লক পরিদর্শনে এসে প্রথমে কর্ণমণিপাড়া হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেখানে তারা কমিউনিটি হেলথ অফিসার ও আশাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলের পরিদর্শন উপলক্ষে এদিন কর্ণমণিপাড়া হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে এক বিকাশ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী স্টল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে এক মহিলাকে মারধরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে এক মহিলাকে মারধর করার ঘটনার পর পুলিশ মামলা গ্রহণ করলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। জায়গা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত মারপিট এর ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন নমিতা চৌধুরী(৪৩)। তাঁর স্বামী রূপক চৌধুরী, ধর্মনগরের জেলরোডের ছড়ার পাড়ের বাসিন্দা।

নমিতা চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে জীবন ত্রিপুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাধুনীর কাজ করেন। ১৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দশটা নাগাদ যখন নমিতা চৌধুরী বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন তাদেরই আত্মীয় রাখাল নাথ, রাখাল নাথের ছেলে রানু নাথ, তার ভাই ভাই গোপাল নাথ এবং অপর এক আত্মীয় রাজেন্দ্রনাথ কোদাল, লোহার রড নিয়ে নমিতা চৌধুরীর উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। তাতে মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে নমিতা দাসের। তাঁর কাপড় ধরে টানা হিচরা করে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে লোহার রড দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে অভিযুক্তরা। চিৎকার শুনে নমিতা চৌধুরীর ভাই আসলে তাকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে মেয়ে নিভারানি দেব ছুটে এসে নমিতা চৌধুরীকে রক্ষা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগরে উত্তর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও এখনো নমিতা চৌধুরী ধর্মনগরের হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। এদিকে ১৮ ডিসেম্বর নমিতা চৌধুরীর পক্ষ থেকে রাখাল নাথ, রানু নাথ, গোপাল নাথ এবং রাজেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হলেও এখন পর্যন্ত তাদেরকে বিরুদ্ধে পুলসিব কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করছে না বলে অভিযোগ। এতে ধর্মনগর থানার পুলিশের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সাপের কামড়ের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রজ্ঞা ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। সাপের কামড়ের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ প্রজ্ঞাভবনে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্তর্গত স্নেকবাইট প্রিভেনশান অ্যান্ড কন্টোল (এসবিপিসি) এর অধীনে এই এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তথা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সাপের কামড়ের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সিএমসি ভেলোর এর ক্লিনিক্যাল টক্সিওলজি ইউনিটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ রভিকার রালফ। এছাড়াও উপস্থিত অতিথিগণ সাপের কামড় প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এদিন। সাপের কামড়ের পর রোগীকে ওঝা ও হাতুড়ে বৈদ্য প্রভৃতির কাছে না নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে বা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য জনগণকে জাগ্রত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা, আইএএস, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শীর্ষেন্দু চাকমা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ অধিকারের উপঅধিকর্তা ডাঃ জুবিলি দেববর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর (ডাঃ) সুব্রত বৈদ্য, স্টেট নোডাল অফিসার ডাঃ অন্তরা বণিক প্রমুখ।

সুধী,
অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগামী ৫ই পৌষ ১৪৩০ বাং(২২শে ডিসেম্বর ২০২৩ইং) শুক্রবার, সকাল ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গণে শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। অতএব বিনীত নিবেদন যে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সহযোগিতা করিবেন।

ইতি
বিনীত
রাজেশ দাস

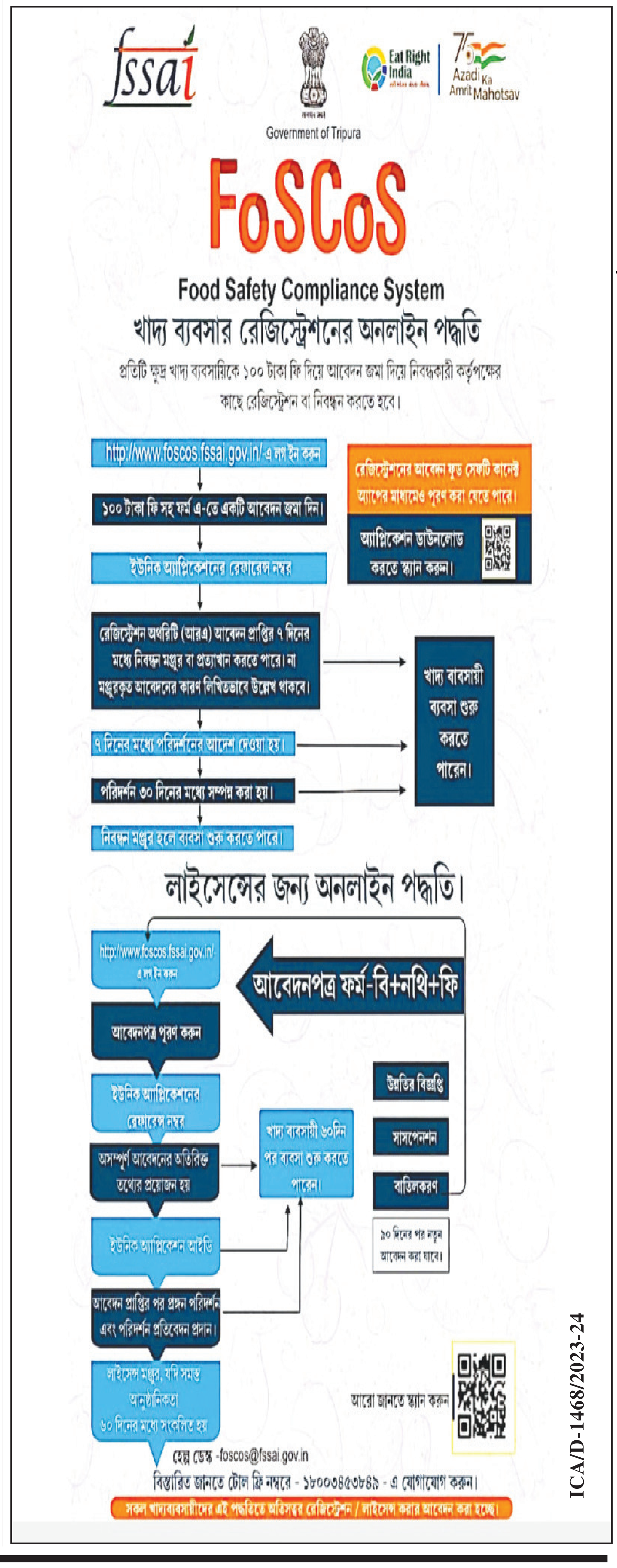

ICA/D-1468/2023-24

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।